জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র ২০২১

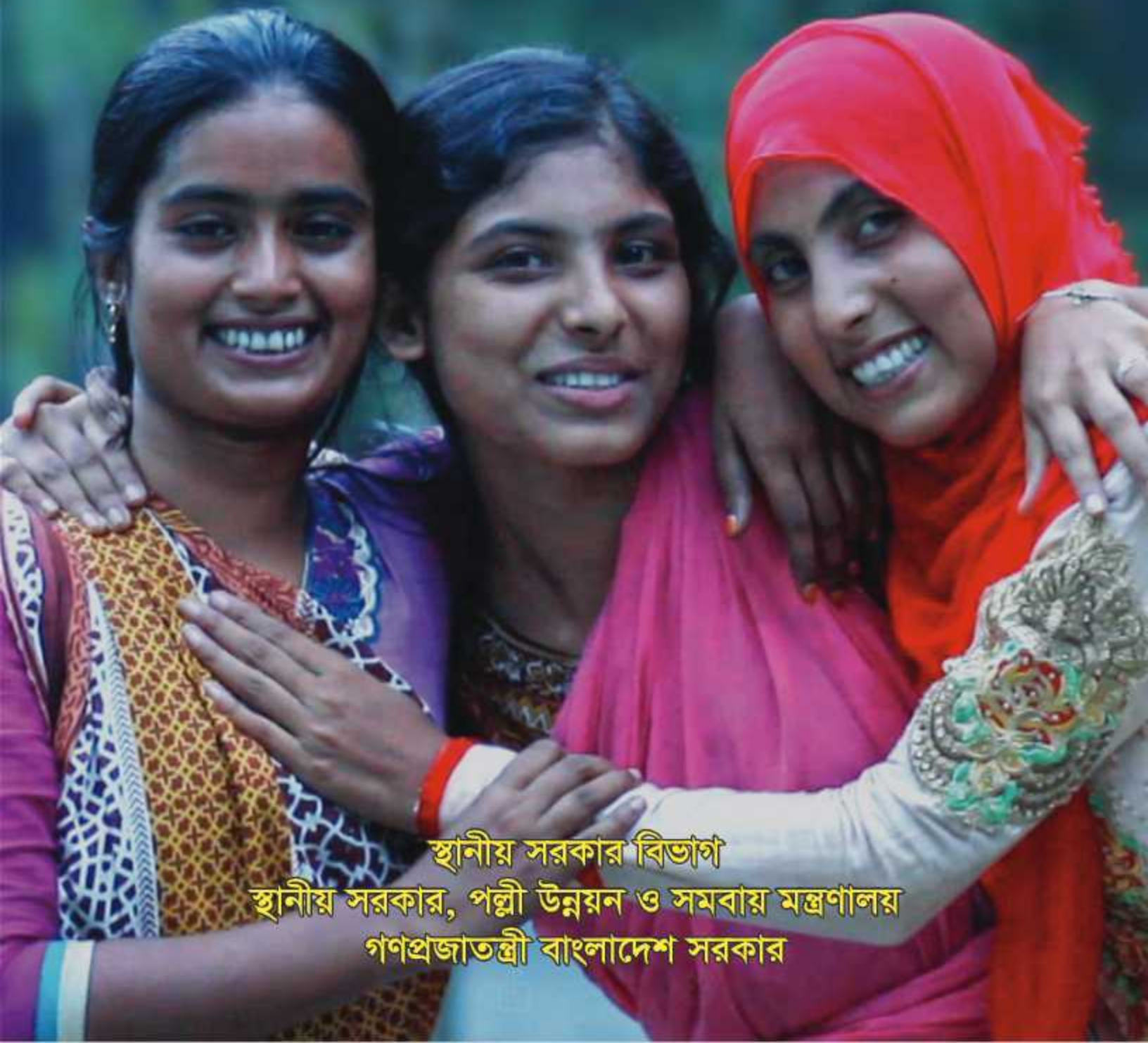

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র ২০২১

প্রকাশক
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়
কারিগরি: প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন ইন বাংলাদেশ
আর্থিক: জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)

প্রকাশকাল
মে ২০২১

প্রস্তুতকরণ
ওয়ার্কিং কমিটি
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কপিরাইট
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এ প্রকাশনা অথবা এর অংশবিশেষ স্থানীয় সরকার বিভাগের স্বীকৃতিসহ ব্যবহার করা যাবে।

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা (এমএইচএম) নারীদের একটি মৌলিক অধিকার এবং আমাদের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। জীবদ্দশায় একজন নারীকে গড়ে ৩ হাজার দিন মাসিক ব্যবস্থাপনা করতে হয়। সুতরাং, বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মর্যাদা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সামাজিক, শিক্ষামূলক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত এমএইচএম সুবিধা প্রদান অপরিহার্য।

আমি জেনে আনন্দিত যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে 'জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র' প্রণয়ন করেছে। এটি প্রণয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, উন্নয়ন অংশীদার, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিওসমূহ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। কৌশলপত্রটিতে বর্তমানে এমএইচএম এর চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে শ্রেণি, ধর্ম ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মৌলিক অধিকারগুলোতে অভিগমন নিশ্চিতের লক্ষ্যে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ মাসিক ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এটি নারীদের মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের ক্ষেত্রে 'কোনো বালিকা বা নারীকে পিছনে ফেলে নয়' নীতিকে এগিয়ে নিতে আমাদের সহায়তা করবে।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সকল সংস্থা ও ব্যক্তিকে, যারা কৌশলপত্রটি প্রণয়নে অবদান রেখেছেন। আমি আশা করি যে এ কৌশলপত্রটি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সুশীলসমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি খাতকে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নিরাপদ এমএইচএম পরিষেবা বাস্তবায়নের জন্য পথ নির্দেশ করবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী ও বালিকাদের সুস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আমার বিশ্বাস, সর্বক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিক ও সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে বেশিরভাগ নারী জনসম্মুখে আলোচনা করতে অস্বস্তি বোধ করেন। লিঙ্গ বৈষম্যের উপস্থিতির কারণে এ সমস্যাটি নারী ও বালিকাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে আরও বেশি দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। মেয়েদেরকে পরিবার বা স্কুল পর্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা ও শিক্ষা দেওয়ার কার্যক্রম বেশি দিন পূর্বে শুরু হয়নি। এ বিষয়গুলো বাংলাদেশের বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে যার ফলে তারা নীরবতা অবলম্বন করে এবং তাদের মাসিক ব্যবস্থাপনার জন্য অনিরাপদ, অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকারক উপায় অনুশীলন করে। এটি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার জন্ম দেয় যা তাদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোকেও প্রভাবিত করে। মাসিকের দুর্বল স্বাস্থ্যচর্চা স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মতো প্রাথমিক সুযোগগুলোতে তাদের অভিগমন থেকে বিরত রাখে। এটি বালিকা ও নারীদের গতিশীলতা, নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এবং তাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন তথা স্বাস্থ্যকর ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত করে। নিম্ন ও মধ্যআয়ের বালিকা ও নারীরা যারা বস্তিতে বসবাসকারী এবং বাস্তুচ্যুত বা জরুরি পরিস্থিতিতে পরিব্যাপ্ত, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়।

জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি বেইসলাইন সমীক্ষা ২০১৪-তে দেখা যায় যে মাত্র ১১% স্কুলে বালিকা শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা টয়লেট সুবিধা রয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি ফলোআপ জরিপ ২০১৮-তে দেখা যায় যে স্কুলগুলোতে কেবল ৫৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর কাছে আদ্যঋতুতে পৌঁছানোর আগে মাসিক সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য থাকে। ঋতুস্রাবের সময় ৩০ শতাংশ ছাত্রী স্কুলে যায়না এবং ৩৪ শতাংশ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার জন্য পুরাতন কাপড় ব্যবহার করে। অধিকন্তু, অনেক মেয়েই কাপড়ের স্বাস্থ্যকর এবং সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন নয়।

এ পরিস্থিতে নারীর ক্ষমতায়ণ ও সকলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ এমএইচএম অনুশীলনের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ 'জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। এর লক্ষ্য হলো বর্তমান সমস্যাসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে সমাধান করে এমএইচএম এর উন্নতি সাধন করা।

কৌশলপত্রটি প্রণয়নে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি'র প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদনে মূল্যবান পরামর্শ এবং নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তার জন্য কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কৌশলপত্রটি প্রণয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ইউনিসেফকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

আমি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করি যে এ 'জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র' কার্যকরভাবে বাংলাদেশের প্রতিটি বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সুযোগ প্রাপ্তির অধিকার আদায় করার জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ মাসিক ব্যবস্থাপনায় অভিগমন নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ

অতিরিক্ত সচিব
পানি সরবরাহ অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগ

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার বিভাগ সম্প্রতি 'জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা (এমএইচএম) কৌশলপত্র' প্রণয়ন করেছে, যার লক্ষ্য হলো এমএইচএমের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে (যেমন: ওয়াশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ) পদ্ধতিগতভাবে একটি কর্মসূচির আওতাভুক্ত করে সহজতর করা। স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ অনুবিভাগের নেতৃত্বে একটি কার্যকরী কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং অন্যান্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করেছে।

এ কৌশলপত্রটি এমএইচএম চর্চার উন্নয়নের জন্য পাঁচটি নির্দেশক নীতি এবং আটটি কৌশলগত অগ্রাধিকার চিহ্নিত করেছে। কৌশলপত্রটি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কর্মক্ষেত্র ও পাবলিক প্লেসে এমএইচএম অনুশীলনের জন্য সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও দায়িত্ব চিহ্নিত করেছে। আমি আশা করি যে এ কৌশলপত্রটি আমাদের প্রতিটি বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক নারীর মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করার জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ মাসিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

এ জাতীয় কৌশলটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কৌশলপত্রটি প্রণয়ন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বদা পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ-এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গুরুত্বপূর্ণ এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য আমি ইউনিসেফ বাংলাদেশের কাছে কৃতজ্ঞ।

কৌশলপত্রটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কার্যকরী কমিটির সদস্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদার, সেক্টর পেশাজীবী যারা এ কৌশলপত্র প্রস্তুত করতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা করি যে এ কৌশলপত্রটি এমএইচএম বিষয়ে সংকোচ নিরসন ও সচেতনতা তৈরিসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারি ও বেসরকারি খাত, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, গণমাধ্যম ও ব্যক্তি পর্যায়ে সহায়তা করবে যা প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও বালিকাদের পরিপূর্ণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মুহম্মদ ইবরাহিম

যুগ্মসচিব, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উন্নত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও এ সাফল্যের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসীত হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনে আমাদের এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে উন্নয়নেরও ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় (এমএইচএম) এ বিষয়টি বেশি প্রাসঙ্গিক।

নারীর ক্ষমতায়ণ এবং সকলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথভাবে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের গুরুত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে স্থানীয় সরকার বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, শিক্ষা/গবেষণা সংস্থা এবং সেক্টর অংশীজনদের সহযোগিতায় 'জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা (এমএইচএম) কৌশলপত্র' প্রণয়ন করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো একটি সমন্বিত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করা।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি সর্বদা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে বিভিন্ন নীতিগত বিষয়ে বাস্তবসম্মত ও মূল্যবান নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী'র প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি এ কৌশলপত্র তৈরিতে মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া কাজটি সম্পাদনে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মুহম্মদ ইবরাহিম এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিডিডিআর,বি, ওয়াটারএইড, এমএইচএম প্ল্যাটফর্ম, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জাতীয় ফোরামের সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদার, সেক্টর পেশাজীবী এবং অংশীজন যারা এ কৌশলপত্র প্রস্তুত করতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি এ কৌশলপত্র প্রণয়নে ইউনিসেফ বাংলাদেশ ও প্র্যাক্টিক্যাল এ্যাকশন এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করছি। ড. সেলিনা ফেরদৌস, সিনিয়র স্পেশালিস্ট, জেন্ডার এন্ড ইনক্লুশন, প্র্যাক্টিক্যাল এ্যাকশন ইন বাংলাদেশ; মেহজাবিন আহমেদ, ওয়াশ স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ এবং এস এম মনিরুজ্জামান, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, সেক্টর কো-অর্ডিনেশন, পিএসবিকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এমএইচএম এখন আর কেবলমাত্র নারীর বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসডিজিতে এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে আশাবাদী যে এ কৌশলপত্রটি সকল স্তরে সেক্টর স্টেকহোল্ডারদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং এর ফলে এমএইচএম-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হবে।

মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী

সূচীপত্র

শব্দকোষ i

পটভূমি ১

২. কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া ২

২.১ লিটারেচার রিভিউ ২

২.২ পরামর্শ সভা এবং কর্মশালা ৩

২.৩ জরিপ পদ্ধতি ৩

৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৩

৩.১ তথ্যে প্রবেশাধিকার ৩

৩.২ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার চর্চা- (পুরকথা, অনুচ্চার্য-শ্রুতি, প্রত্যয় এবং নিয়ম) ৪

৩.৩ প্রাপ্যতা, সামর্থ্য, প্রবেশযোগ্যতা এবং উপযুক্ততা ৫

৩.৪ ওয়াশ পরিকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা ৬

৩.৫ মাসিকে ব্যবহৃত উপকরণ অপসারণ ৮

৩.৬ যথাযথ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ ও অন্তরায়সমূহ ৮

৩.৭ সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ এবং সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ৯

৩.৮ সরকারের প্রতিশ্রুতি ৯

৪. মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার কৌশল ১০

৪.১ লক্ষ্য ১০

৪.২ উদ্দেশ্য ১০

৪.৩ পথনির্দেশক নীতি ১০

৪.৪ জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলের সুযোগ ১১

৪.৫ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন উন্নয়নের কৌশল ১৩

কৌশল-১: শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ১৩

কৌশল-২: মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মানসম্মত উপকরণ সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য করা ১৪

কৌশল-৩: মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত সুবিধাসমূহের মানোন্নয়ন ১৬

কৌশল-৪ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি উপকরণের নিরাপদ অপসারণ ১৮

কৌশল-৫: সমন্বয় সাধন ২০

কৌশল-৬: বেসরকারি খাতকে কাজে লাগানো ২৬

কৌশল-৭: অংশীজনদের পথ প্রদর্শন করা/নির্দেশনা প্রদান করা ২৮

কৌশল-৮: সমন্বয় ও সহযোগিতা উন্নয়ন ৩২

৫. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ৩৫

৬. সরকারি দপ্তর বা সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীজনদের ভূমিকা ৩৭

সংযোজনী-১ কৌশলপত্র প্রণয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত কার্যকরী কমিটি ৩৯

শব্দকোষ

রজঃস্রাব/মাসিক (Menstruation): রজঃস্রাব হলো একজন নারীর বয়ঃসন্ধিকাল থেকে আরম্ভ করে রজঃবন্ধ পর্যন্ত প্রতি একমাস অন্তর যোনি পথে জরায়ুর আস্তরণ হতে নিঃসরিত রক্ত ও অন্যান্য উপাদান নির্গমনের একটি প্রক্রিয়া। সাধারণত অন্তঃসত্ত্বার সময় ছাড়া এ প্রক্রিয়া ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

আদ্যঋতু (Menarache): সর্বপ্রথম রজঃস্রাবের ঘটনা আদ্যঋতু হিসেবে বিবেচিত যা একজন বালিকার শৈশব থেকে কৈশোর পরিবৃত্তির একটা অংশ। বিষয়টি সাধারণত ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে শুরু হয় (কিছু বালিকার আগেও শুরু হয়)। কিন্তু, বিশ্বব্যাপী আদ্যঋতুর জন্য এ বয়সটি নিম্নমুখী। বাংলাদেশে আদ্যঋতু হওয়ার গড় বয়স ১১.৬±৩.৬ বছর, যার মধ্যবর্তী বয়স ধরা হয় ১২ বছর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে নিম্নমুখী বয়সের প্রেক্ষাপটে কিছু বালিকা আদ্যঋতুর সময়ে সাবালিকা/পূর্ণ বয়স্ক হয় না।

রজঃবন্ধ: রজঃচক্র স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়াকে রজঃবন্ধ বলে। জৈব অথবা শরীরবৃত্তীয় অন্য কোন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ছাড়া যদি পরপর ১২ মাস মাসিক চক্র পরিলক্ষিত না হয় তবে এর মাধ্যমে কোন নারীর রজঃবন্ধের পূর্ববর্তী লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রজঃবন্ধের বয়স একেক নারীর ক্ষেত্রে একেক রকম হয়ে থাকে। সাধারণত ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে রজঃবন্ধ ঘটে।

ঋতুঃচক্র: ঋতুঃচক্র মাসিক শুরু হওয়ার ১ম দিন থেকে পরের মাসিক শুরু হওয়ার ১ম দিন পর্যন্ত গণনা করা হয়। এ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র অন্তঃসত্ত্বা ব্যতীত প্রতিটি নারীর আদ্যঋতু থেকে রজঃবন্ধ পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। তবে, প্রতিটি নারীর ক্ষেত্রে ঋতুচক্র সমানভাবে শেষ হয় না। সাধারণভাবে, ঋতুপ্রবাহ ২১ থেকে ৩৫ দিন অথবা গড়ে ২৮ দিনের মধ্যে ঘটে এবং এ প্রক্রিয়া ৩ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হয়।

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা: নারী বা কিশোরীরা রজঃস্রাবের সময় মাসিক ব্যবস্থাপনার জন্য রক্ত সংগ্রহ ও শোষণের জন্য পরিষ্কার উপাদান ব্যবহার করে, যা গোপনীয়তার সাথে রজঃস্রাবের সময় প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে থাকে। এ সময়ে সাবান ব্যবহার, ধৌতকরণের প্রয়োজনীয় পানি এবং ব্যবহৃত উপকরণ ফেলে দেওয়ার নিরাপদ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থায় প্রবেশের সুযোগের প্রয়োজন হয়। তারা যেন ঋতুঃচক্র সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য এবং কোন প্রকার ভয়, অস্বস্তি ছাড়া মর্যাদার সাথে মাসিক ব্যবস্থাপনা করার বিষয়টি বুঝতে পারে (ডব্লিউএইচও/ ইউনিসেফ ২০১২)।

মাসিক স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি: মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং বৃহত্তর পদ্ধতিগত কারণে রজঃস্রাবজনিত স্বাস্থ্য, কল্যাণ, লিঙ্গ সমতা, ন্যায্যতা, শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ এবং নারীর অধিকার একত্রে বিবেচনা করা হয়েছে। এ বিষয়সমূহ ইউনেস্কো দ্বারা সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ করা হয়েছে যে সময়োপোযোগী জ্ঞান; সহজলভ্য, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী উপকরণ; পেশাদার ও গ্রহণযোগ্য পরামর্শক স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন এবং ধৌত সুবিধা, বাস্তব সামাজিক নিয়ম, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য অপসারণ এবং প্রচারণা ও নীতি (ইউনিসেফ, ২০১৯এ)।

রজঃস্রাবের স্বাস্থ্যকর উপকরণ: রজঃস্রাবের স্বাস্থ্যকর উপকরণগুলো এমন এক ধরনের দ্রব্য যার স্রাবের ধারা ধারণ/ শোষণ করার সক্ষমতা রয়েছে, যেমন: প্যাড, কাপড়ের টুকরা, তুলার পট্টি অথবা পুট (ইউনিসেফ, ২০১৯বি)।

স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড: স্যানিটারি ন্যাপকিন অথবা প্যাড এক প্রকারের শোষণক্ষম উপকরণ, যেমন, তুলা, যা নারী রজঃস্রাবের সময় রজঃধারা শোষণের জন্য পরিধান করতে হবে।

তুলার পট্টি: তুলার পট্টি এক ধরনের বিশোষক উপাদানের তুলার বান্ডিল, যা মাসিক এর সময়ে যোনিপথে রজঃধারা শোষণের জন্য প্রবেশ করানো হয়।

রজঃস্রাবজনিত পুট/কাপ: এটি একটি ছোট পুনঃব্যবহারযোগ্য নমনীয় ফানেল আকৃতির যন্ত্র, যা আঠা, সিলিকন অথবা থার্মোপ্লাস্টিক রাবার দিয়ে তৈরি। এটি যোনিপথে ঢুকিয়ে রজঃস্রাবের ধারাকে সংগ্রহ করে থাকে।

মাসিকে সরবরাহকৃত বস্তু: মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত সহায়ক উপকরণসমূহ যথাক্রমে গায়ে মাখা সাবান (বার ও লিকুইড), কাপড় কাচা সাবান, অন্তর্বাস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও ব্যথানাশক উপকরণ (ইউনিসেফ, ২০১৯বি)।

রজঃস্রাবকালীন সুযোগ-সুবিধা: মাসিক কালীন সুযোগ-সুবিধা বলতে ঐ সকল সুযোগ-সুবিধাকে বোঝানো হয়েছে যা নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ রজঃস্রাবের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন টয়লেট এবং সাবানের সুবিধাসহ পানির ব্যবস্থা রাখা, একইসাথে মাসিকে ব্যবহৃত দ্রব্যগুলোর অপসারণ ও ধৌত সুবিধা নিশ্চিত করা (ইউনিসেফ, ২০১৯বি)।

জন্মদানক্ষম বয়স: জন্মদানক্ষম বয়স হলো নারীর আদ্যঋতু ও রজঃবন্ধের মধ্যবর্তী সময়কাল, সাধারণত ১৫ থেকে ৪৯ বছর, যখন তারা গর্ভবতী হওয়ার উপযুক্ত হয় ও বাচ্চা প্রসব করতে পারে। যদিও কিছু নারী কম বয়সে গর্ভবতী হতে পারে অথবা বেশি বয়সেও হতে পারে।

জৈবিক যৌন লক্ষণ/ জৈবিক সেক্স: জৈবিক সেক্স বলতে বিশেষ শারীরিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকাশের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের পার্থক্য নির্ধারণ করে, যেমন: জন্মদানক্ষম অঙ্গ, ক্রোমোজম এবং হরমোন ইত্যাদি।

লিঙ্গ: মহিলা ও পুরুষ, বালক ও বালিকার মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশ করে এবং যা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্নতা রয়েছে (ইউনিসেফ সাউথ এশিয়া ২০১৮)।

লিঙ্গ সমতা: লিঙ্গ সমতা রূপান্তরকারী বিকাশের লক্ষ্য। এর অর্থ হলো রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল নারী-পুরুষ এবং বালক-বালিকা সমান মর্যাদা উপভোগ করে। এটি বিদ্যমান থাকে যখন প্রত্যেক নারী-পুরুষ, বালক-বালিকার সমান সুযোগ-সুবিধা, মর্যাদা, অধিকার নিশ্চিত হয় (ইউনিসেফ সাউথ এশিয়া ২০১৮)।

লিঙ্গ ন্যায্যতা: লিঙ্গ ন্যায্যতা হলো নারী (বালিকা) পুরুষের (বালক) মধ্যে সম্পদের ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বন্টনের একটি প্রক্রিয়া। এটি বিদ্যমান বৈষম্যের স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি তা নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের মাত্রা নির্দেশ করে। লিঙ্গ ন্যায্যতা, লিঙ্গ সমতা অর্জনে পথপ্রদর্শন করে।

কিশোর: কৈশোর অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকাল হচ্ছে শৈশব এবং যৌবনের মধ্যবর্তী একটি পর্যায় যে সময়ে বৃদ্ধি ও বিকাশের রূপান্তর ঘটে। প্রত্যেক মানুষের বয়ঃসন্ধিকাল ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের মধ্যে হয়ে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালটি এখনও শিশুকাল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (ব্রিটানিকা ২০২১; শিশু অধিকার সনদ; শিশু আইন ২০১৩)।

স্বাস্থ্য: স্বাস্থ্য হলো একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক কল্যাণ সাধনের সক্ষমতার অবস্থা, যা শুধুমাত্র রোগের বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নির্দেশ করে না (জ্যাকাব ২০১১; ৮ফিট, এনডি)। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১-এ এটিকে সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মানসিক স্বাস্থ্য: মানসিক স্বাস্থ্য হলো সুস্থ্যতার একটি অবস্থা যেখানে কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব সক্ষমতা সফলভাবে উপলব্ধি করতে পারে, জীবনের স্বাভাবিক চাপের সাথে মানিয়ে চলতে পারে, উৎপাদনশীলতার সাথে কাজ করতে পারে এবং সম্প্রদায়ের জন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয় (ডব্লিউএইচও ২০১৮এ)।

আবেগী স্বাস্থ্য: আবেগী স্বাস্থ্য হলো ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগী অবস্থা যেখানে ব্যক্তি জ্ঞান ও বোধশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কল্যাণসাধন ও জীবনের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়; এটি মানষিক স্বাস্থ্যের সম্প্রসারণ হিসেবে ধারণা করা যেতে পারে (পিটারসন ২০১৯; মিলার ২০২০)।

১. পটভূমি

মাসিক হলো জন্মদানক্ষম নারী এবং বালিকার প্রাকৃতিক ও শারীরিক প্রক্রিয়া। অধিকাংশ নারীর প্রতিমাসে ৩ থেকে ৭ দিনের জন্য মাসিক হয়। তথাপিও এ সাধারণ শরীরবৃত্তীয় ঘটনাটির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সামাজিকভাবে নারীকে হেয়-প্রতিপন্ন করা হয়। মোটামুটিভাবে, বিশ্বব্যাপী নারী জনসংখ্যার অর্ধেক বা বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা ২৬ ভাগ নারী জন্মদানক্ষম হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিপুল সংখ্যক নারী এবং বালিকাকে মাসিকের কারণে সামাজিকভাবে হেয়-প্রতিপন্নতার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশও এ সমস্যার ব্যতিক্রম নয়। এখানে মাসিকের বিষয়গুলো সাধারণত কুসংস্কার, লোকাচার, অনুচ্চার্য-শ্রুতি, পুরকথা, রহস্য এবং ভুল তথ্য দ্বারা আবৃত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/জাতিসংঘ শিশু তহবিল এর যৌথ পরিবীক্ষণ কর্মসূচি (জেএমপি) মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাকে অনুশীলন বা চর্চা হিসেবে উল্লেখ করেছে। এর মাধ্যমে নারী বা কিশোরীরা মাসিক ব্যবস্থাপনার সময় স্রাব শোষণ ও সংগ্রহের জন্য যে উপকরণ ব্যবহার করে থাকে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রয়োজন অনুসারে তা পরিবর্তন করতে পারে; সাবান ও পানি দিয়ে শরীর ধৌত করতে পারে এবং ব্যবহৃত উপকরণ ফেলে দেওয়ার নিরাপদ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থার সুযোগ থাকে। এছাড়া মাসিকচক্রের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং কীভাবে কোনো রকম ভয় বা অস্বস্তি ছাড়া মর্যাদার সাথে ব্যবস্থাপনা করতে হয়, তা যেন বুঝতে পারে (ডব্লিউএইচও/ইউনিসেফ ২০১২)।

যৌথ পরিবীক্ষণ কর্মসূচির সংজ্ঞায়িত বর্ণনা অনুসারে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার চর্চা অনেক কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। কারণসমূহের মধ্যে যথাক্রমে স্যানিটেশন সুবিধার অভাব; সাশ্রয়ী, মানসম্মত, স্বাস্থ্যসম্মত মাসিকের উপকরণের প্রবেশাধিকারে নারী ও কিশোরী যথাক্রমে বাড়ি, স্কুল, প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে সুযোগের অভাব; পানির অপর্যাপ্ততা এবং স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিসহ (ওয়াশ) মাসিকে ব্যবহৃত উপকরণ অপসারণের সুযোগের অভাব; এবং মাসিককে ঘিরে পুরকথা, এবং কুসংস্কার উল্লেখযোগ্য।

এ সমস্ত কারণে বাংলাদেশের বালিকা এবং নারীদের গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদের নীরবে অস্বাস্থ্যকর, অনিরাপদ এবং ক্ষতিকর পদ্ধতিতে মাসিক ব্যবস্থাপনা চর্চা করতে হয়। ফলে এসকল কারণে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি পায় যা জীবনের অন্যান্য পরিমন্ডলকে প্রভাবিত করে। দুর্বল মাসিক স্বাস্থ্যবিধি চর্চা মৌলিক সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় প্রবেশে তাদের বাধা দেয়। এগুলো নারী এবং বালিকাদের স্বাভাবিক চলাচল, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থান সীমিত করে। অতঃপর এসকল কারণে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন ও বিকাশে এবং স্বাস্থ্যকর ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত করে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের বালিকা ও নারীদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরো খারাপ, বিশেষভাবে ভঙ্গুর অবকাঠামো ও অবস্থান, যেমন: শহরে বস্তি, দুর্গম ও দূরবর্তী স্থান এবং বিচ্ছিন্ন অথবা যে সমস্ত অঞ্চল জরুরি অবস্থায় পতিত হয়।

দারিদ্রতা ও সীমিত সম্পদের মধ্যেও বাংলাদেশ উন্নত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের পরিধি বৃদ্ধিতে লক্ষণীয় সাফল্যের জন্য বৈশ্বিক সুনাম অর্জন করেছে। এতদসত্ত্বেও, স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়নের ঘাটতি রয়েছে এবং এক্ষেত্রে উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক উপাত্ত থেকে প্রতিভাত হয় যে, আদ্যঋতুতে পৌঁছানোর আগে মাসিক সম্পর্কে শুধুমাত্র ৫৩ শতাংশ স্কুল ছাত্রীর পর্যাপ্ত তথ্য থাকে; মাসিক সময়ে ৩০ শতাংশ ছাত্রী স্কুলে আসা বন্ধ রাখে এবং ৩৪ শতাংশ স্কুল ছাত্রী মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় পুরনো কাপড় ব্যবহার করে (জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ জরিপ ২০১৮)। অধিকন্তু, অনেক বালিকাই স্বাস্থ্যবিধি এবং কাপড়ের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত নয়।

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে যৌন, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) হিসেবে যথাক্রমে মর্যাদার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গোপণীয়তা এবং স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লিঙ্গ-সমতা উন্নীতকরণে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ,

এক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যক্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করে সর্বোপরি মানুষের জীবন রক্ষাসহ জীবন মান উন্নয়ন করে। বিস্তৃতভাবে, এসআরএইচআর স্বাস্থ্যসম্মত এবং সক্ষম জীবন যাপনের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির সামর্থ্য ও অধিকারের উপর নির্ভর করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসআরএইচআর নিশ্চিত করা অন্যতম লক্ষ্য। মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে এসডিজি ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ এবং ১২ এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট যা উন্নয়নের মূল ধারায় মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে সূচক হিসেবে নির্দেশ করে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় নারীর ক্ষমতায়ণ এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিতে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার যথাযথ চর্চার গুরুত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে। স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এ বিভাগের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট হওয়ায় মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কীভাবে বাংলাদেশে উন্নত করা যায় তা আলোচনার জন্য নভেম্বর ২০১৮ তে একটি সভা আহবান করে। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারীগণ মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পরিকল্পনা ও উদ্যোগ সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করেন। এ সভায় জানা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিভাগীয় সংস্থা (sectoral agency) এককভাবে কিছু সময়ের জন্য মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এ প্রচেষ্টা নিশ্চিতভাবে স্বীকৃতি এবং প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু, বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার ফলে সফলতা ও দৃশ্যমান প্রভাব সৃজনে সক্ষম হয়নি। এ সভায় উল্লেখ করা হয় যে প্রতিবছর ২৮ মে আন্তর্জাতিকভাবে অনুষ্ঠিত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি দিবসে (Menstrual Hygiene Day) বৈশ্বিক বিষয়টির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

এ দিবসের গ্রহণীয় বক্তব্য হলো:

> -এ বৈশ্বিক প্লাটফর্মে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সেক্টর, মিডিয়া এবং ব্যক্তিকে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে একত্রিত করে সকল নীরবতা ভেঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি নারী ও শিশুর বিকাশ ও পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলে। এ দিবসটি বৈশ্বিক, জাতীয় এবং স্থানীয় নীতি, কর্মসূচি এবং প্রকল্পে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি একীভূতকরণে প্রচারণার সুযোগ সৃষ্টি করে।

অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং নিবিড় সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করে সভায় মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা চর্চার উন্নয়ন এবং দৃশ্যমান প্রভাব প্রত্যাশা করে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে একমত পোষণ করা হয়। অংশীজনেরা জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা প্রদান করে (ডব্লিউএইচও ২০১৮বি)।

উপসংহারে এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সংস্থা, মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য অংশীজনের সহযোগিতায় একটি জাতীয় মাসিক কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হবে।

২. কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া

জাতীয় মাসিক ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিবিড় প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। লিটারেচার রিভিউ ও প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে গৃহিতব্য কর্মপরিকল্পনা, জরিপ পদ্ধতি, সরঞ্জাম ও কৌশল চূড়ান্তকরণ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২.১ লিটারেচার রিভিউ

বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে এ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম লিটারেচার রিভিউ-এ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার ক্ষেত্রে, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, চ্যালেঞ্জ ও অন্তরায়সমূহ এবং এগুলো নিরসনের বিকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। এছাড়া নারী অধিকারের প্রান্তিক বিষয়সমূহ এবং লিঙ্গ-সমতাও বিবেচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র ২০১২-এ প্রতিভাত হয়েছে যে:

- স্কুল পর্যায়ের অর্ধেকের বেশি (৫৩%) ছাত্রীর আদ্যঋতু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা রয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক উৎস, যেমন: আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছ থেকে। এটি নির্দেশ করে যে, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্কুলসমূহে শিক্ষা জোরদার করা প্রয়োজন।

- প্রায় ৩০ শতাংশ স্কুল ছাত্রী মাসিকের সময় স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। স্কুলগামী ছাত্রীদের গড়ে স্কুলে অনুপস্থিত থাকার হার প্রতিমাসে ২.৫ দিন।

- প্রায় ৩৪ শতাংশ বালিকা মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার সময়ে পুরাতন কাপড় ব্যবহার করে, ৬২ শতাংশ বালিকা স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড ব্যবহার করে।

- ওয়াশ সুবিধার আওতায় স্কুলে টয়লেটের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। ৫৮ শতাংশ স্কুলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা হয়েছে। ৩২ শতাংশ স্কুলে সাবান ও পানির ব্যবস্থা পর্যাপ্ত করা হয়েছে। ২২ শতাংশ স্কুলে টয়লেটসমূহে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার উপকরণ অপসারণের জন্য পাত্র (bin) রয়েছে।

২.২ পরামর্শ সভা এবং কর্মশালা

মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া একটি কার্যকরী কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কার্যকরী কমিটিকে সহায়তা করার জন্য স্বল্প পরিসরে একটি কারিগরি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এ সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্মপরিকল্পনা ও জরিপ পদ্ধতির বৈধতা দান এবং সামগ্রিকভাবে কৌশলপত্র প্রণয়নে কার্যকরী কমিটিকে সহায়তা প্রদান করে। জরিপের মাধ্যমে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে অংশীজনের ধারণা, উদ্বেগ এবং মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং ফোকাস গ্রুপ ডিশকাশন অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে বালিকা ও নারী, বালক ও পুরুষ, কিশোরীদের পিতা-মাতা, শিক্ষক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং কারখানার নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিলো। জরিপে বিভিন্ন বৈশিষ্ট সংবলিত ভৌগলিক এলাকা যেমন: শহর, গ্রাম, দুর্গম এলাকা এবং নিম্নআয়ের সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৩ জরিপ পদ্ধতি

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা ও বিষয় সম্পর্কে ধারণার জন্য উপযুক্ত টুলস, কৌশল এবং স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং জরিপ পদ্ধতির পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ জরিপ পদ্ধতি এবং টুলস কারিগরি কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদিত হয়। বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সর্বমোট ১৬টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার ৯ জন মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন, চ্যালেঞ্জসমূহ এবং প্রভাবিত গুণনীয়ক (influencing factors) সংক্রান্ত তথ্য একটি গুণগত জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। বালিকা ও নারীদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার বিষয় এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা এ জরিপের লক্ষ্য ছিল। এ বর্ণিত বিষয়ে বিশ্বাসের ব্যাপকতা অথবা জনংখ্যার প্রকার অথবা যে এলাকায় গ্রথিত তা সংখ্যায়নের জন্য এ জরিপের পরিকল্পনা করা হয়নি।

৩.১ তথ্যে প্রবেশাধিকার

এ জরিপে প্রতিভাত হয়েছে যে নারী ও বালিকা মাসিক পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ কারণে সামাজিক বাধা, এবং কুসংস্কারের কারণে তথ্যের প্রবেশাধিকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সঠিক তথ্যে প্রবেশাধিকার না থাকার কারণে মূলত এসকল কুসংস্কার, ভুল বোঝাবুঝি এবং ভুল উপলব্ধির সৃষ্টি হয়।

৩.১.১ তথ্যের উৎসসমূহ

কিশোরীরা মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সাধারণত তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে এবং প্রাথমিকভাবে তাদের মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। অন্যান্য উৎস যেমন: বোন, ভ্রাতৃবধু, বন্ধু ও সহপাঠী, পত্রিকা ও অন্যান্য পড়ার উপকরণ এবং মিডিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানার মূল উৎস হলো বিদ্যালয়। কিছু বিদ্যালয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নিবিড় ও তথ্যবহুল পাঠদান করে থাকে। কিন্তু কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মাসিক বিষয়ক পাঠদান এড়িয়ে যান। তাদের পরামর্শ থাকে যে, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি নিজে নিজে শিখে নেওয়া অথবা তাদের মায়ের সাহায্য নেয়া।

৩.১.২ তথ্যের সম্পূর্ণতা ও শুদ্ধতা

বালিকারা আদ্যঋতুর পূর্বে অথবা মাসিক চলাকালীন মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত উপকরণ এবং কিভাবে এগুলো ব্যবহার করবে তার তথ্য পেয়ে থাকে। গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত বালিকাদের জন্য উপার্জনক্ষম সম্প্রদায়ের এবং দুর্গম এলাকায় যেখানে মাসিক ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র কাপড় ব্যবহার করে তাদের জন্য এ সকল তথ্য খুব একটা কার্যকর হয় না। শহরের বালিকারা মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত উপকরণের মোড়কে লিখিত নির্দেশনার মাধ্যমে এর ব্যবহার শিখে থাকে। সবধরনের বালিকারাই বলেছে যে, মাসিক বিষয়ে কথা বলতে তাদের মায়েরা ইতস্তত করে এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না।

৩.১.৩ পর্যাপ্ততা

তথ্যের উৎস, বিন্যাস এবং ভূমিকা যাই হোক মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা তথ্যে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, স্বাচ্ছন্দতা এবং মর্যাদা সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ থাকে না। জরিপে উত্তরদাতাদের মধ্যে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ধারণার ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তথ্যের অপর্যাপ্ততা এবং অসামঞ্জস্যতা ইঙ্গিত করে।

৩.১.৪ সময়োপযোগিতা

শুধুমাত্র কিছু উত্তরদাতা তাদের আদ্যঋতুর পূর্বে মাসিক সম্পর্কে শুনেছে। মাসিক এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পূর্ববৎ তথ্য না জানার কারণে প্রথম মাসিকের সময় বালিকাদের ভীত ও বিস্মিত করে। এর কারণে বালিকারা মানষিক আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিছু বালিকার আদ্যঋতু স্কুলে অথবা বাড়ির বাহিরে শুরু হলে তখন তাদের বিশ্রী ও অপ্রস্তুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কাপড়ে রক্তের দাগ লেগে গেলে লোকজন, সহপাঠী, অন্যান্য বালিকা এমনকি অনেক শিক্ষকেরা এ নিয়ে হাসাহাসি করে যা তাদের জন্য লজ্জা এবং মানসিক চাপের সৃষ্টি করে।

৩.২ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার চর্চা (পুরকথা, অনুচ্চার্য-শ্রুতি, বিশ্বাস ও আচার)

বালিকারা সাধারণত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে তাদের মা অথবা পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। যাই হোক, তারা যে উপদেশগুলো পায় তার অধিকাংশই সামাজিক কুসংস্কার, অনুচ্চার্য-শ্রুতি এবং ভুল-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে ভ্রান্ত উপদেশের প্রচলিত উদাহরণগুলো উল্লেখ করা হলো:

৩.২.১ নীরবতা

জরিপে দেখা গেছে যে, আদ্যঋতু সংঘটিত হওয়ার পুর্বে এবং আদ্যঋতু চলাকালীন যে তথ্য বালিকারা পায় তা পর্যাপ্ত নয়। মাসিক সময়ে অনেকেই শারীরিক এবং মানসিক সমস্যায় ভোগেন। তারা সম্পর্কে জানতে এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে কথা বলার অনুমতি পায় না। মাসিক সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত বিষয় মর্মে তাদের শিখানো হয়। এছাড়া তাদের বলা হয় যে, মাসিক এক ধরনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, প্রত্যেক বালিকা ও নারীকে এর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে, তাই এ বিষয় নিয়ে কথা বলার বা শেখার কিছু নেই।

৩.২.২ চলাচল সীমিতকরণ

মাসিক চলাকালীন সময়ে বিশেষভাবে সন্ধ্যার পর নির্ধারিত সামাজিক নিয়ম ও প্রথা অনুসারে নারী বা বালিকাকে ঘরের বাহিরে বের না হওয়ার জন্য নিরুৎসাহিত করা হয়। এসকল বিধি নিষেধ গ্রাম ও দুর্গম এলাকায় বেশি মাত্রায় অনুসরণ করা হয়। সন্ধ্যার পর মাসিক চলাকালীন একজন বালিকা এবং নারীর শেয়ারকৃত টয়লেট ব্যবহারের এমনকি মাসিকের কাপড় ও প্যাড পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তারও সুযোগ থাকে না। অনেক বালিকা ও নারীর কোন ধরনের উল্লেখযোগ্য শারীরিক সমস্যা ছাড়া অথবা মাসিক অবস্থার অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ব্যতিরেকে স্কুলে, কর্মস্থলে অথবা স্বাস্থ্য-সেবা কেন্দ্রে যাওয়ার অনুমতি থাকে না।

৩.২.৩ সামাজিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা

মাসিক সময়ে অনেক বালিকা এবং নারী পারিবারিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রায় সবাইকে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেওয়া হয় না। যদিও মাসিকের সময় স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে কোন বালিকা কোন ধরনের খেলাধুলায় অংশ নিতে পারেনা।

৩.২.৪ খাদ্যদ্রব্য এবং খাদ্যাভ্যাস

স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে মাসিকের সময় অনেক বালিকা ও নারীকে মাছ, মাংস, ডিম অথবা কোন উচ্চমানের প্রোটিন ও পুষ্টিকর খাবার খেতে অনুমতি দেওয়া হয় না একারণে যে, খাবারের এ পদগুলো তীব্র গন্ধের সৃষ্টি করে। অন্যান্য নিষেধকৃত পদের মধ্যে হলুদ, তেতুল এবং টক জাতীয় পদগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩.২.৫ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার উপকরণ গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ

কিছু উত্তরদাতার বর্ণনানুসারে, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত কাপড় বা অন্যান্য উপকরণ ব্যক্তিগত দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত যা অন্য কারো সামনে দেখানো উচিত নয়। তারা এ মর্মে নির্দেশিত হয় যে মাসিক উপকরণ লোক চক্ষুর আড়ালে কোন স্থানে গোপনীয়ভাবে ধুতে এবং শুকাতে হবে। এ ব্যবহৃত কাপড়গুলো অন্ধকার এবং স্যাঁতস্যাঁতে এলাকায় শুকাতে ব্যবহারকারীগণ অনেকটা বাধ্য হয়। এর ফলে কাপড়গুলো ভেজা থাকে এবং মাসিকের প্রবাহ পর্যাপ্তভাবে শুষে নিতে পারেনা।

৩.২.৬ অশুচিতার নির্দেশনা

সামাজিক নিয়ম অনুসারে, কিছু কাজ মাসিকের সময় নিষিদ্ধ করা হয় তন্মধ্যে: রান্না ও কোন কিছু স্পর্শ করা, ভালো কাপড় পরিধান এবং বিছানা ভাগাভাগি করা।

৩.৩ প্রাপ্যতা, সামর্থ্য, প্রবেশযোগ্যতা এবং উপযুক্ততা

জরিপে উত্তরদাতাগণ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা উপকরণ বিষয়ে তাদের নিম্নলিখিত মতামত এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন:

৩.৩.১ প্রাপ্যতা

বিভিন্ন ব্র্যান্ডের স্যানিটারি ন্যাপকিন ও প্যাড বাজারে সহজলভ্য, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তবে, খুব কম এলাকায় ব্যবহারকারীর দোরগোড়ায় এ পণ্য পাওয়া যায়।

৩.৩.২ সামর্থ্য

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার পণ্যের মূল্যমান সম্পর্কে প্রায় সব উত্তরদাতাই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পণ্যের মূল্যমান নির্দেশ করে তারা কোন পণ্য ব্যবহার করবে। অনেক বালিকা ও নারীরা মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় কাপড় ব্যবহার করে কারণ বাণিজ্যিক পণ্য ক্রয়ের সক্ষমতা নেই। গ্রামীণ ও বস্তি এলাকায় উত্তরদাতাগণ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার পণ্য ভর্তুকিযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের প্রস্তাব করেন। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে এর কাঁচামালের উপর ভ্যাট প্রত্যাহার করা হলেও ১৫% ট্যাক্স ধার্য্য করায় উৎপাদন পরবর্তী তৈরি পণ্যের উচ্চমূল্য নির্ধারিত হচ্ছে।

৩.৩.৩ প্রবেশযোগ্যতা

উত্তরদাতাগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত পণ্য সারাদেশের ঔষধালয় এবং স্টেশনারির দোকানসমূহে পাওয়া যায়। দুর্গম এলাকায় বসবাস করে এমন কিছু বালিকা বলেছে যে, তাদের বসবাসের স্থান থেকে দোকানগুলো অনেক দূরে। এজন্য তারা মাসিকের সময় সহজেপ্রাপ্য কাপড় ব্যবহার করতে পছন্দ করে। কিছু বালিকা উল্লেখ করেছে যে, তারা যখন কোনো দোকানে স্যানিটারি প্যাড এর জন্য যায় তখন দোকানদারদের খারাপ আচরণের সম্মুখীন হতে হয় যা তাদের ভালো লাগে না। কিছু উত্তরদাতা মহিলাদের মাধ্যমে বিক্রয় ও বিতরণের অগ্রাধিকারসহ ন্যাপকিন যেন তাদের দোরগোড়ায়, এলাকার/সম্প্রদায়ের কাছাকাছি এবং বিদ্যালয়ে বিক্রয়ের ও বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন।

৩.৩.৪ উপযুক্ততা

বর্তমানে, বেশিরভাগ নারীই জীবনযাত্রা নির্বাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনে কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে অধিকমাত্রায় সক্রিয় হচ্ছে। কাজের পরিবেশের ভিন্নতা, টয়লেট অথবা উপকরণ পরিবর্তনের সুবিধা নেই এমন স্থানে অবস্থানকালীন এবং সমতা বিবেচনা করে মহিলাদের বিশেষ পরিস্থিতি ও শর্তকে মানিয়ে নিয়ে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ গ্রহণে অনেক বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে হয়। উত্তরদাতাগণ স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাডের অতিরিক্ত অন্যান্য উপকরণ, যেমন: কাপ, তুলার পট্টি এবং ধোয়ারযোগ্য বা পুনঃব্যবহারযোগ্য ন্যাপকিনের নাম উল্লেখ করেছেন।

৩.৪ ওয়াশ অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা

৩.৪.১ বিদ্যালয়/মাদ্রাসা

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এবং কিছু সংখ্যক পেরিফেরি এলাকার বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদের জন্য সব প্রয়োজনীয় সুবিধা সম্বলিত পৃথক স্যানিটেশন ব্লক রয়েছে। কিন্তু, টয়লেট এবং ব্যবহারকারীর অনুপাত পর্যাপ্ত নয়। অনেক সময় শিক্ষকেরা তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য টয়লেট সংরক্ষণ করে রাখেন। স্কুলে স্যানিটেশন কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনায় বিশেষত মহিলা শিক্ষকের কথা বিবেচনা করা হয় না। প্রত্যন্ত এলাকায় স্যানিটেশন কমপ্লেক্সের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। বিদ্যালয়ে ওয়াশ সুবিধাদি বর্তমানে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সুবিধাজনক অথবা লিঙ্গবান্ধব নয়। এগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা পরিষ্কার করা হয় না। আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, বিদ্যালয়সমূহে লিঙ্গবান্ধব ওয়াশ সুবিধা না থাকা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রামীণ বালিকাদের ঝরে পড়ার অন্যতম একটি কারণ।

৩.৪.২ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা

বেসরকারি এবং এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাসমূহে টয়লেটগুলোতে ওয়াশ সুবিধার জন্য প্রযোজ্য মানদন্ড বজায় থাকে, কিন্তু সরকারের স্বাস্থ্যসেবা-সুবিধাদির অবস্থা খুবই হতাশাজনক। এক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত প্রবাহমান পানি সরবরাহ একটি সাধারণ সমস্যা হিসেবে দুর্বল ওয়াশ সুবিধাদির সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। খুব কম সংখ্যক ক্ষেত্রে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট থাকে, কিন্তু গোপনীয়তা, নিরাপদ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩.৪.৩ কর্মস্থল

শিল্প

অল্প কিছু সংখ্যক গার্মেন্টসকর্মী এ মর্মে বক্তব্য প্রদান করেছে যে, মহিলা শ্রমিকদের জন্য উচ্চমানসম্পন্ন টয়লেট সুবিধা কারখানাসমূহে নিশ্চিত করা হয়েছে। আবার কিছু সংখ্যক জানিয়েছে যে, কারখানার টয়লেটসমূহ লিঙ্গবান্ধব নয়। বর্জ্য রাখার পাত্র কারখানায় সব স্থানে দেখা যায়, কিন্তু টয়লেটে মাসিক ব্যবস্থাপনার বর্জ্য উপকরণ অপসারণের জন্য কোন পাত্র রাখা হয় না। এছাড়া, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সকল পোশাক কারখানায় সুরক্ষিত নয়।

অন্যান্য কর্মস্থল

উত্তরদাতাদের বর্ণনামতে, অধিকাংশ সরকারি অফিসে ওয়াশ সুবিধা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, বিশেষভাবে প্রত্যন্ত এলাকায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টয়লেটসমূহ অস্বাস্থ্যকর, দৃশ্যমানভাবে অপরিচ্ছন্ন, দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ, অপর্যাপ্ত সাবান এবং পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। টয়লেটসমূহ এক দমই লিঙ্গবান্ধব নয়, ধৌতকরণ এবং মাসিকের উপকরণ অপসারণ ও পরিবর্তনের সুবিধাও নেই, এমনকি নেই কোন অপসারণের পাত্র। গোপনীয়তার বিষয়টি সর্বোচ্চ উদ্বেগের কারণ। কিছু অফিসে মহিলা কর্মীদের জন্য পৃথক কোন টয়লেট সুবিধা নেই। উপরন্তু, যৌথ টয়লেটে পুরুষ কর্মীদের বিশ্রামাগারের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। এর ফলে নারীকর্মীরা সরকারি অফিসের টয়লেট ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হয়। মাসিকের সময় তাদের ছুটি গ্রহণ করার পথ অবলম্বন করতে হয়। প্রায় সব সরকারি অফিসে কর্মী ও টয়লেটের অনুপাত অপর্যাপ্ত। বেসরকারি অফিসসমূহে ওয়াশ সুবিধা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টয়লেটে প্রয়োজনীয় ওয়াশ সুবিধা ও বিধান নিশ্চিত করা হয়। যাই হোক কর্মক্ষেত্রে খুব কম সংখ্যক ওয়াশ সুবিধা প্রতিবন্ধীবান্ধব হয়।

৩.৪.৪ বসতবাড়ি

উত্তরদাতাদের বর্ণনামতে, পরিচ্ছন্নতা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধি, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা উপকরণ অপসারণের বিধান এবং অধিক ব্যবহারকারী/টয়লেটের অনুপাত পরিবারসমূহের জন্য কিছুটা উদ্বেগের বিষয়।

৩.৪.৫ পাবলিক টয়লেট

পাবলিক টয়লেটসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যাপ্ত প্রবাহমান পানি সরবরাহ এবং হাত ধোয়ার সুবিধার অভাব রয়েছে। এ সকল টয়লেটসমূহে দৃশ্যমান অপরিচ্ছন্ন/ নোংরা, অপরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর এবং দুর্গন্ধ থাকে। এগুলো লিঙ্গ সংবেদনশীল অথবা লিঙ্গ বিভাজন সম্পৃক্ত নয়। খুব অল্প সংখ্যক টয়লেটে নারী এবং পুরুষের জন্য পৃথক প্রকোষ্ঠ রয়েছে, কিন্তু টয়লেটসমূহের প্রবেশপথ এবং অবস্থান নারী ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা, নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা দেয় না। তবে বিশাল শপিংমলসমূহে টয়লেট অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং এসকল স্থাপনায় পৃথক প্রকোষ্ঠ প্রয়োজনীয় ওয়াশ সুবিধা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য শপিংমলে টয়লেটসমূহ পাবলিক টয়লেটের চেয়ে ভালো, তবে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাবান্ধব নয়। যাতায়াতের সময় সাধারণত (বাস, ট্রেন এবং নৌযানে) পাবলিক টয়লেট সহজে পাওয়া যায় না। দূরবর্তী যাত্রাপথে ওয়াশ সুবিধা না থাকার কারণে মহিলা যাত্রীগণ দীর্ঘ সময় টয়লেট ব্যবহার না করায় অথবা মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা উপকরণ পরিবর্তনের সুযোগ না পাওয়ায় ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।

কমিউনিটি টয়লেট

শহরে বস্তি, স্বল্প আয়ের কমিউনিটি এবং কিছু গ্রামীণ এলাকায় প্রায় সকল কমিউনিটি টয়লেটে প্রাথমিক সুবিধা, যেমন: পর্যাপ্ত প্রবাহমান পানি সরবরাহ, ধৌতকরণের ব্যবস্থা এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা উপকরণ পরিবর্তনের সুবিধার অভাব রয়েছে। টয়লেটে স্বাস্থ্যকর অবস্থা, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সংকট রয়েছে।

দুর্গম এলাকা

দুর্গম এলাকায় ওয়াশ সুবিধা সন্তোষজনক নয়। এ সকল এলাকায় টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণ অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কোনোটাই করা হয় না। এ সকল টয়লেটেও প্রবাহমান পানি সরবরাহ এবং ওয়াশ সুবিধার অভাব রয়েছে। সাধারণভাবে এ সকল টয়লেট নির্মাণে নিম্নমানসম্পন্ন নির্মাণ-সামগ্রী ব্যবহার হয়ে থাকে।

৩.৪.৬ জরুরি অবস্থাকালীন

জরিপে দেখা গেছে যে, জরুরি অবস্থায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে ওয়াশ সুবিধা নিশ্চিতের বিষয়টি প্রায়শই অবহেলিত। এসকল কাঠামোতে প্রবাহমান পানি সরবরাহ, সাবান, ধৌতকরণের সুবিধা ইত্যাদি থাকে না। অস্থায়ী টয়লেট সুবিধায় কিশোরী এবং নারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করা গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত চর্চা এসব পরিস্থিতিতে খুব চ্যালেঞ্জিং।

৩.৫ মাসিকে ব্যবহৃত উপকরণ অপসারণ

জরিপে উত্তরদাতাগণ জানিয়েছেন যে, মাসিকে ব্যবহৃত উপকরণ অপসারণ সুবিধার প্রাপ্যতা সীমিত। খুব অল্প সংখ্যক টয়লেটে বিন/পাত্র থাকে যেগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। শহর এলাকাগুলোতে ব্যবহৃত এ উপকরণগুলো পার্শ্ববর্তী খোলা জায়গায় ফেলে দেয়া হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে এগুলো অপসারণের জন্য সাধারণত টয়লেটে পানির সাথে ফ্লাশ করে দেয়া হয়। শহরের কিছু আবাসিক এলাকায় এ উপকরণ গৃহস্থালীর বা রান্নার বর্জ্যের সাথে ফেলে দেয়া হয়। গ্রামীণ এলাকায় ব্যবহৃত এ উপকরণ পার্শ্ববর্তী এলাকায় এমনকি জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হয়। শহরে বা শহরের উপকণ্ঠের কিছু স্কুল, মাদ্রাসা এবং কর্মস্থলের টয়লেটে মাসিক উপকরণ অপসারণের জন্য পাত্র রাখা হয় যা নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিষ্কার করা হয়। কিছু উত্তরদাতাদের মতে, ব্যবহৃত উপকরণ গর্তে, নর্দমায়, আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করা অথবা পুড়িয়ে ফেলা হয়। এক্ষেত্রে অনুসরণীয় কোন নির্দেশনা নেই। গ্রামীণ বা উপশহর এলাকায়, দুর্গম এলাকায় এবং জরুরি আশ্রয় কেন্দ্র-এর টয়লেটে মাসিক ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত উপকরণসমূহ অপসারণের সুবিধা সাধারণত সহজলভ্য নয়।

৩.৬ যথাযথ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ ও অন্তরায়সমূহ

এ কৌশলপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত জরিপে নিরাপদ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চ্যালেঞ্জ ও অন্তরায় চিহ্নিত হয়েছে। যেমনটি আর্থসামাজিক ও ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে JMP সংজ্ঞায় বর্ণনা করা হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ এবং অন্তরায়সমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩.৬.১ জ্ঞান ও তথ্যে প্রবেশাধিকার এবং সামাজিক কলঙ্ক নিরসন

সাধারণভাবে, সঠিক মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা চর্চার ক্ষেত্রে সময়মতো, যথাযথ এবং নির্ভুল তথ্যে প্রবেশাধিকারের অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সঠিক, সম্পূর্ণ সময়োচিত তথ্যের অভাবসহ প্রচলিত পুরকথা এবং পারস্পরিক ভুল বোঝাবোঝি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ।

৩.৬.২ সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যকর মাসিক উপকরণে প্রবেশাধিকার

বাজারে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সহজলভ্য হয়েছে। এসকল বাণিজ্যিক দ্রব্য মুনাফা অর্জন এবং ধনীদের লক্ষ্য করে উৎপাদন করা হয়। ফলে বেশিরভাগ ব্যবহারকারীদের জন্য এটি সাশ্রয়ী নয়। বিশেষকরে স্বল্প আয়ের কমিউনিটিতে, দুর্গম এলাকায় এবং জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রে বসবাসরত নারী ও কিশোরীদের কাছে উপকরণ সহজলভ্য হয় না। স্বাস্থ্যবিধি উপকরণের প্রবেশযোগ্যতা কিছু বিশেষ এলাকায় খুবই উদ্বেগজনক যা এ জরিপ আরো নির্দিষ্ট করেছে।

৩.৬.৩ পর্যাপ্ত ওয়াশ সুবিধা

সীমিত সংখ্যক ধনীক শ্রেণির জন্য নির্ধারিত বিদ্যালয়ে, কিছু সংখ্যক বেসরকারি ক্লিনিক/হসপিটালে এবং নির্দিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিবিড় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাবান্ধব ওয়াশ সুবিধা রয়েছে। অন্যত্র, ওয়াশ সুবিধাসমূহে পর্যাপ্ত প্রবাহমান পানির অভাব এবং ধৌতকরণের সুবিধার সংকট রয়েছে। এসকল টয়লেটসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গ সংবেদনশীল অথবা প্রতিবন্ধী এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাবান্ধব নয়। খুব প্রয়োজন না হলে নারী এবং বালিকারা এ সকল অস্বাস্থ্যকর টয়লেট এড়িয়ে যায়।

৩.৬.৪ ব্যবহৃত মাসিক উপকরণের নিরাপদ অপসারণে প্রবেশাধিকার

মাসিকে ব্যবহৃত উপকরণ অপসারণের নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশবান্ধব আদর্শ পদ্ধতি নেই।

৩.৭ সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ এবং সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

যদিও পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে, কিন্তু আমরা এ ত্রুটিপূর্ণ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার চর্চার প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে পারিনা, যা সমগ্র দেশে নারী ও বালিকাদের মোকাবিলা করতে হয়। বিশেষভাবে, গ্রামীণ এলাকা, দুর্গম এলাকা, স্বল্পআয়ের কমিউনিটি এবং জরুরি পরিস্থিতি সংবলিত এলাকায় এ সংকট আরো শোচনীয়। জরিপে উত্তরদাতাগণ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে যেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩.৭.১ গোপনীয়তা, নিরাপদ এবং নিরাপত্তার সুরক্ষা

জরিপ চিত্রায়ণে দেখা যায়, নারী এবং বালিকার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং গোপনীয়তার গুরুতর অভাব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সঠিক তথ্যের প্রবেশাধিকার, মানসম্পন্ন উপযুক্ত উপকরণের সহজলভ্যতা, লিঙ্গবান্ধব ওয়াশ সুবিধা এবং ব্যবহৃত উপকরণের অপসারণ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

৩.৭.২ স্বাস্থ্য এবং মর্যাদা

যথাযথ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা চর্চার অভাব কিশোরী ও বালিকাদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। অস্বাস্থ্যকর মাসিক উপকরণের ব্যবহার এবং দীর্ঘ সময় টয়লেট ব্যবহার না করার কারণে মাসিকের সময় তারা মানসিক এবং শারীরিক অস্বস্তিতে ভোগে। নিম্নমানসম্পন্ন মাসিক উপকরণ তাদের চলাচল সীমিত করে এবং পাঠ্যবহির্ভূত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বালিকাদের বিরত রাখে।

৩.৭.৩ ক্ষমতায়ণ এবং সমতা

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার চর্চা নারীদের ক্ষমতায়ণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নারীর ক্ষমতায়ণ মূলত তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা। জরিপ এবং লিটারেচার পর্যালোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, উচ্চ-শ্রেণিতে ঝরে পড়া বালিকাদের হার বালকদের তুলনায় দ্বিগুণ। বিদ্যালয়ে অপর্যাপ্ত লিঙ্গবান্ধব ওয়াশ সুবিধা উচ্চ-শ্রেণিতে বালিকাদের ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি আংশিক কারণ হতে পারে।

৩.৮ সরকারের প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশ সরকার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি সরকারের বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, যেমন: জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একইভাবে, সরকার ওয়াশ সেক্টরের জন্য বিভিন্ন নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করেছে। প্রাসঙ্গিক নীতিমালার মধ্যে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০১২, বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি বেসলাইন জরিপ ২০১৪ এবং জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত নীতিমালাসমূহে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সরকার নীতি প্রণয়ন ছাড়াও নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তায় কাঠামো গড়ে তুলেছে।

৪. মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার কৌশল

৪.১ লক্ষ্য

সামগ্রিকভাবে, জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হলো চলমান মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বৈসাদৃশ্যগুলো নিরসন করে বিস্তৃত উপায়ে স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করা। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি বালিকা ও নারীর নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ মাসিক ব্যবস্থাপনায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা যাতে তারা তাদের স্বাস্থ্য অধিকার, শিক্ষা, আর্থিক এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলো পূরণ করতে পারে।

৪.২ উদ্দেশ্য

- কর্মসূচিভিত্তিক পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সেক্টর জুড়ে পদ্ধতিগত কারণগুলো নির্দেশ করে স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য উপকরণসমূহ নিশ্চিতকরণ।
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহযোগিতায় এবং নীতিসমূহের আলোকে সহায়ক পরিবেশ সৃজন।
- বেসরকারি সেক্টরের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন ও সেক্টরের মধ্যে সমন্বয়ের কৌশল নির্ধারণ।
- সকল স্থাপনায় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিতকরণ (যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কর্মস্থল, কারখানা, কারাগার এবং বাণিজ্যিক/জনসমাগমস্থল ও গণশৌচাগার)।

৪.৩ পথনির্দেশক নীতি

জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশল নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি অনুসারে পরিচালিত হবে:

১. মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বালিকা এবং নারীদের মৌলিক অধিকারের অংশ। এজন্য তাদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা তথ্য, উপকরণ এবং সুবিধায় গোপনীয়তা এবং মর্যাদার সাথে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত। পছন্দ ও স্বাচ্ছন্দ অনুযায়ী বালিকা এবং নারীদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ণ জরুরি।

২. বেসরকারি সেক্টরের উদ্ভাবনী এবং বন্টনের ক্ষমতা রয়েছে। তারা মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার উপকরণ বাজারে আনতে পারে এবং তা যেকোন স্থানে সহজলভ্য ও এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহের প্রাইভেট সেক্টরের শক্তিমত্তার সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত।

৩. বালক এবং পুরুষ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক্ষেত্রে পুরুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি বালিকা ও নারীদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

৪. লিঙ্গবান্ধব নীতি ও মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা মূলধারায় নিয়ে আসা অপরিহার্য। বিষয়টি সেক্টর সংশ্লিষ্ট কৌশলপত্র এবং কার্যক্রমেও প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

৫. মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রান্তিক, গরীব বালিকা ও নারীদের কাউকে পিছিয়ে রাখা উচিত হবে না। কাঠামোগত এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে কেউ পিছনে পড়ে না থাকে।

৪.৪ জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলের পরিধি

৪.৪.১ আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা সৃষ্টি

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার উপর শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণে বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়াদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে কমিউনিটিতে বিশদভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যথাযথ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা আচরণ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন, মডিউল এবং আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষিত মহিলাদের মাধ্যমে সেশন পরিচালিত হওয়া বাঞ্চনীয়।

৪.৪.২ মাসিক ব্যবস্থাপনার উপকরণ

সংশ্লিষ্ট অংশীজন/সেক্টরের মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মানসম্মত মাসিক উপকরণ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান এবং এগুলোর সহজলভ্যতা, প্রবেশগম্যতা সর্বত্র নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এলাকাসমূহে কম মূল্যে মানসম্মত মাসিক উপকরণ অব্যাহতভাবে সরবরাহে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা। স্থানীয় বালিকা ও নারীদের এধরনের উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। মাসিক ব্যবস্থাপনা উপকরণের উপর বর্ধিত কর কমানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য হ্রাসের লক্ষ্যে অর্থ যোগানকারী সংস্থাসমূহকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

৪.৪.৩ ওয়াশ সুবিধাসমূহ

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত উপকরণ অপসারণ, ধৌতকরণের উপাদান এবং প্রবাহমান পানির সরবরাহসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক, নারী পুরুষের জন্য পৃথক, প্রতিবন্ধী এবং লিঙ্গবান্ধব ওয়াশ সুবিধা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। 'জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫'-এ সুপারিশ করা হয়েছে যে পরিকল্পনা গ্রহণ, বিনিয়োগ এবং স্যানিটেশন সুবিধার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে নারীদের চাহিদা এবং অগ্রাধিকার নিরসন করতে হবে। জেন্ডার বিষয়সমূহ স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানে সকল অবকাঠামোয় (বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কর্মস্থল, সেবা কেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কমিউনিটি টয়লেট এবং জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র) গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংরক্ষণ করতে হবে। ওয়াশ সুবিধা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থায় এবং বন্যাকবলিত এলাকায় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ নিরসন করতে হবে। জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল অনুযায়ী পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বোর্ডে (পৌরসভা, ওয়াসা কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য ওয়াশ সুবিধায় উন্নততর প্রবেশাধিকার (প্রশস্থ প্রবেশমুখ, র‍্যাম্প, চলাচল সীমিত এরূপ ব্যক্তিদের হুইল চেয়ার যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত স্থান) রাখা; অন্ধব্যক্তিদের জন্য ব্রেইল নির্দেশিকার ব্যবহার; নিরক্ষর ব্যবহারকারীদের জন্য সচিত্র নির্দেশিকা এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা উপকরণ অপসারণসহ সুবিধা ব্যবহারের জন্য সক্ষম ব্যবহারকারীদের সুস্পষ্ট লিখিত নির্দেশনা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে মান নির্ধারণ এবং সুবিধা পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

৪.৪.৪ নিরাপদ অপসারণ

সকল অবস্থায় ও স্থানে মাসিক উপকরণ নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশবান্ধবভাবে অপসারণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। বন্যাকবলিত এলাকা এবং ঘূর্ণিঝড় এর সময় আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার সঠিক উন্নয়নে অবশ্যই বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

৪.৪.৫ ইতিবাচক সামাজিক নিয়ম

বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে স্থায়ী আচরণের পরিবর্তন আনয়নে প্রেরণা দানে সামাজিক এবং আচরণগত পরিবর্তন, যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান আরম্ভ করতে হবে। এ প্রচারাভিযানে জনসচেতনতা সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অনুচ্চার্য-শ্রুতি, পুরকথা, কুসংস্কার ধীরে ধীরে হ্রাস ও বিলুপ্তির মাধ্যমে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে চর্চার চ্যালেঞ্জ এবং অন্তরায়গুলো নিরসন হবে।

৪.৪.৬ পেশাদারদের অবহিতকরণ

সংশ্লিষ্ট পেশাদার কর্মী, যেমন: শিক্ষক, পেশাদার স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীসহ দক্ষ ধাত্রীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এভাবে তাদের কিশোরী বালিকা ও নারীদের জন্য তথ্য, পরামর্শ এবং চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম করে তুলবে।

৪.৪.৭ স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহকে কিশোরী বালিকা এবং নারীকে মাসিক সময়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পেশাদার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে "নারীবান্ধব শাখা/ইউনিট" পরিচালিত হতে পারে।

৪.৪.৮ বালক এবং পুরুষদের সম্পৃক্তকরণ

সঠিক মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা আচরণ উন্নয়নে বালিকা এবং নারীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃজন করতে হবে। বালক ও পুরুষদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা এবং কৌশলের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৪.৪.৯ সমন্বয় এবং সহযোগিতা

সকল সেক্টর/ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে বিধিবদ্ধ এবং শক্তিশালী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪.৪.১০ পরিচালনা

দেশব্যাপী কৌশলগত নেতৃত্ব প্রদানের জন্য জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশনা, পরিবীক্ষণ, অর্থায়ন, বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ-বরাদ্দ সুনির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন। এছাড়া জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে সহায়তার জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, যেমন: সেক্টরভিত্তিক বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ, গবেষণা এবং অর্থ-বরাদ্দে সহায়তা প্রদানের জন্য "বিষয়ভিত্তিক কমিটি" গঠন করা হবে। এসকল কমিটিকে নিয়মিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা হবে। জরিপ, স্টাডি, পরিমার্জন এবং বাস্তবায়নের ভিত্তিতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে পরিচালন অগ্রগতি মূল্যায়ন ও নিরূপন করা হবে।

৪.৪.১১ নীতি, নির্দেশিকা এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি

জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশল পরিচালনার জন্য মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল নীতি, নির্দেশিকা এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি প্রণয়ন এবং গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রতিপালন ও মেনে চলার জন্য মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কার্যাদির জন্য সহায়ক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এছাড়া মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং বিষয়ভিত্তিক কমিটির নেতৃত্বে সকল দলিলে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয় অর্ন্তভূক্ত করে মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে।

৪.৪.১২ কর্মপরিকল্পনা

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহকে দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সংবলিত রূপরেখা প্রস্তুত করা হবে।

৪.৫ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন উন্নয়নের কৌশল

উদ্দেশ্য-১: কর্মসূচিভিত্তিক পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সেক্টর জুড়ে পদ্ধতিগত কারণগুলো নির্দেশ করে স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য উপকরণসমূহ নিশ্চিতকরণ

কৌশল-১: শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

স্কুলের পাঠ্যসূচি হালনাগাদের মাধ্যমে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন উন্নয়নের তথ্য প্রচার এবং বিসিসি মডিউল অনুযায়ী মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার সেশন পরিচালনা করা যেতে পারে।

কৌশলগত নির্দেশনা

১.১ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার তথ্য বিস্তৃতির জন্য স্কুল/মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা করা হবে। বিশ্বব্যাপী আদ্যঋতুর গড় বয়স বিবেচনা করে বালিকাদের প্রথম মাসিক হওয়ার পূর্বে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার উপর তাদের পর্যাপ্ত তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক তথ্য পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এগুলো উপরের ক্লাসে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করতে হবে। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ক্লাসের জন্য মহিলা শিক্ষককে নির্ধারণ করা বাধ্যতামূলক করা। আবশ্যিকভাবে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশ্ন পরীক্ষাতেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ক্লাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা হওয়া উচিত।

১.২ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণ

স্কুলে ঝরে পড়া এবং বিদ্যালয়ের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য এমএইচএম বিষয়ক ক্লাসগুলো মৌলিক শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর সদস্য, নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় এবং স্বল্প আয়ের জনবসতিগুলোতে এ ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া উচিত। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতার বাইরে থাকা বালিকা ও নারীদেরও একই সেশনের আওতায় আনতে হবে। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সেশনগুলোতে অনুমোদিত নির্দেশিকা, উপকরণ এবং মডিউল অনুসরণ করা উচিত।

১.৩ মহিলা ও মায়েদের অবহিতকরণ

অনুমোদিত নির্দেশিকা অনুসারে মা ও অভিভাবকদের যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে পিতামাতা ও শিক্ষকদের মধ্যে বছরে অন্তত দুইবার সভা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে নিম্নলিখিত স্থানে:

- শহরে এবং গ্রামের স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে;
- দূরবর্তী এলাকার উঠানে বা চত্বরে, শহরের বস্তিতে, কম আয়ের জনবসতিতে, যেসকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং মা ও অভিভাবকেরা স্কুলের সভায় অংশগ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেনা সেসব দুর্গম এলাকায়।

১.৪ যুব বা কিশোর ক্লাবে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অধিবেশন

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার অনুশীলন প্রচারের জন্য অনুমোদিত নির্দেশিকা এবং বিসিসি উপকরণগুলো অনুসরণ করে যুব ও কিশোর কিশোরীদের জন্য সেশন ডিজাইন ও পরিচালনা করতে হবে।

১.৫ পুরুষ/বাবাদের অবহিতকরণ

পুরুষদের স্কুলে একই ধরনের অধিবেশনগুলোতে যোগদান করা উচিত, যাতে তারা প্রাকৃতিক শারীরিক প্রক্রিয়া হিসেবে মাসিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারে। এ ধরনের তথ্য অর্জন তাদের পরিবারের কিশোরী ও মহিলার উপর কোন অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ না করতে উৎসাহিত করবে। এতে তারা মাসিক চলাকালীন মেয়ে এবং মহিলাদের সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

১.৬ মাসিক দিবস ২৮ মে

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৮ মে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা দিবস উদযান করা উচিত। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখন পর্যন্ত এটি একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিষয়। এ পুরাতন মানসিকতা পরিবর্তনে শুধুমাত্র যাদের মাসিক হয়েছে তাদের মাসিক সম্পর্কে তথ্য প্রদান করার পাশাপাশি পুরুষ এবং কিশোরদেরও মাসিক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে সকলে রজঃস্রাব সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করতে পারে (wsscc,2019)।

১.৭ পাঠ্যক্রম নির্দেশিকা

জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি যথোপযুক্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কারিগরি বিশেষজ্ঞদের কো-অপ্ট এর সুযোগ রেখে পাঠ্যক্রম পুনর্মূল্যায়ন এবং পুনর্বিবেচনা উপকমিটি গঠন করবেন। উপকমিটি পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের পাঠদান নির্দেশিকা প্রণয়ন করবেন, এ পাঠদান নির্দেশিকায় অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন, যেমন: মাতা-পিতা এবং কিশোর-কিশোরী ক্লাবকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সকল অংশীজন সেটি অনুসরণ করবে।

কৌশল-২: মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মানসম্মত উপকরণ সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য করা

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে উপযুক্ত, সাশ্রয়ী এবং মানসম্মত সামগ্রী সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রচার অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

কৌশলগত দিকসমূহ

২.১ সহজলভ্যতা

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর সহজলভ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে বিতরণ ব্যবস্থা বা সরবরাহ সম্প্রসারণ করতে হবে। ফার্মেসি এবং জেনারেল স্টোর ছাড়াও কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা), স্বাস্থ্যসেবা আউটলেট এবং গণশৌচাগারে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী সহজলভ্য করতে হবে। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাকে কিশোরী এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মর্যাদা রক্ষার মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপাদান বিবেচনায় ভর্তুকি মূল্যে অথবা বিনামূল্যে নিম্নআয়ের পরিবারের জন্য সহজলভ্য করতে হবে। বর্ণিত উপায়গুলোর মাধ্যমে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী বিপণন ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এর লক্ষ্যে পাইলট ভিত্তিতে ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা যেতে পারে।

২.২ সামর্থ্য

বাণিজ্যিক উৎপাদনকারীগণ মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বিধায় সামর্থ্যবান ক্রেতাদের উদ্দেশ্য করে সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করে। ফলশ্রুতিতে সামগ্রীগুলো নিম্নআয়ের পরিবার এবং প্রান্তিক পর্যায়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার বাইরে থেকে যায়। পরিবহণ খরচ এবং সামর্থ্যবান ক্রেতা না থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী প্রত্যন্ত এলাকায় পৌছায় না পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে বেসরকারি খাত কর ছাড় পেলেও খুচরা বিক্রি পর্যায়ে ১৫% কর ধার্য থাকায় উচ্চ মূল্যে পণ্য সামগ্রী অনেক ক্রেতার সামর্থ্যের বাইরে থেকে যায়। তাই বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা পণ্যসামগ্রী যাতে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন। অধিকন্তু, সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর কর্তৃক স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণ এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় বৃহৎ সংখ্যক ক্রেতার কাছে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা পণ্যসামগ্রী দুই উপায়ে সহজলভ্য করা যায়: ১) সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্যসামগ্রী সহজলভ্য করা ২) মহিলা ও কিশোরীরা উদ্যোক্তা হিসেবে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি অর্থাৎ ক্ষমতায়ণের দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

বিনামূল্যে বই বিতরণের মতো সরকার ভর্তুকি মূল্যে অথবা বিনামূল্যে স্কুলের ছাত্রীদের জন্য মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী সরবরাহ করতে পারে। ছাত্রীদের মাতাপিতা এ বাবদ ব্যয়ের কিয়দাংশ বহন করতে পারেন। ভর্তুকি মূল্যের প্রতিফলন ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির মাধ্যমে দৃশ্যমান হতে পারে। এ বিষয়ে একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষা পরিচালনা করা যায়। নিম্নআয়ের পরিবার, বস্তিবাসী, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী এবং জরুরি অবস্থায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র্য সহায়ক কৌশলপত্র ২০২০ এর সাথে সংগতি রেখে কিশোরী এবং মহিলাদের কাছে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী পৌছানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২.৩ অভিগম্যতা

অধিকাংশ কিশোরী এবং মহিলা পুরুষ বিক্রেতার নিকট থেকে মাসিক এর পণ্য সামগ্রী কিনতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। কোন কোন সময় মাসিক পণ্যসামগ্রীর দোকানের দূরত্ব তাদের মাসিক পণ্য ক্রয়ে নিরুৎসাহিত করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার মাঠ পর্যায়ের সম্মুখসারীর কর্মীদের মাসিক সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। এতে জণগণের দোরগোড়ায় মাসিক পণ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা যাবে। কমিউনিটি পর্যায়ে ওয়্যার হাউজ প্রতিষ্ঠা করে মহিলা গ্রুপের মাধ্যমে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী মজুত এবং বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

২.৪ উপযুক্ততা/বিকল্পসমূহ

বাংলাদেশে কর্মজীবী মহিলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা এবং জীবিকার প্রয়োজনেও কিশোরী এবং মহিলাদের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়ির বাইরে অবস্থানকালীন মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাবান্ধব টয়লেট এবং বয়স, বৈবাহিক অবস্থা ও মাসিক স্রাব ইত্যাদি বিবেচনায় বিভিন্ন মানের ও প্রকারের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর পর্যাপ্ততা থাকা প্রয়োজন যাতে কিশোরী এবং মহিলারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে সামগ্রী পেতে পারে। বিকল্প হিসেবে কাপ, ট্যাম্পন (Tampon), অন্তর্বাস এবং ধৌত উপযোগী পুনরায় ব্যবহার উপযোগী ন্যাপকিন ইত্যাদি বিবেচিত হতে পারে। এগুলো স্বাভাবিকভাবে ব্যবহারযোগ্য কাপড় এবং স্যানিটারি ন্যাপকিনের অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচনাযোগ্য। উন্নতমান এবং সাশ্রয়ী মূল্যে সামগ্রী প্রাপ্তির ভোক্তা-চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

২.৫ গুনাগুণ নিশ্চিত করা

বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা আমদানিকৃত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর গুনাগুণ নিশ্চিতকরণে নির্ধারিত মানদন্ড থাকা উচিত। সকল প্রকারের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর মান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কঠোর নজরদারিতে থাকা

আবশ্যক। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর বিতরণব্যবস্থা এবং বিক্রয়কেন্দ্র বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সামগ্রী উৎপাদনকারী এবং বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকবে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্ট ও নিয়মিত পরীক্ষার আওতাধীন থাকবে। স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সাথে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবে যাতে করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সম্মুখসারীর কর্মীদের এমএইচএম সামগ্রী বিতরণে সম্পৃক্ত করা যায়। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পর্যায়ক্রমিক মনিটরিং করতে হবে। একইভাবে সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলোর সাথে সমন্বয়ের জন্য পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রকারে সরকারি এবং বেসরকারি মাঠকর্মীদের মাধ্যমে এমএইচএম সামগ্রীর বিতরণ ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

বিদ্যমান মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর সুবিধা-অসুবিধা এবং ভোক্তা চাহিদা নিরূপনের লক্ষ্যে ভোক্তাদের মতামত জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে সামগ্রীর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে। নতুন নতুন উদ্ভাবনী সামগ্রীকে প্রণোদনা ও স্বীকৃতি প্রদান কর্মসূচির আয়োজন করা যেতে পারে। উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও খ্যাতিপ্রাপ্তি উৎপাদনকারীদের নতুন সামগ্রী উন্নয়ন ও উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করবে।

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর মান এবং গুনাগুণ নিশ্চিত করার জন্য মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশনের সাথে সমন্বয় করে বিদ্যমান সামগ্রীগুলোর মান পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে মানোন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ, কুটির শিল্প অথবা অন্যান্য উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত সামগ্রীগুলোর একটি ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে।

কৌশল-৩: মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত সুবিধাসমূহের মানোন্নয়ন

পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন বা স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ব্যাপক পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধাসহ, কিশোরী ও মহিলাদের গোপনীয়তা, নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত দিক

৩.১ পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্পন্ন ওয়াশ সুযোগ-সুবিধাসমূহ

বাড়িতে এবং জনসমাগমস্থলে বর্তমানে বিদ্যমান শৌচাগারসমূহে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এমএইচএমবান্ধব নয়। একইভাবে সারা দেশে কিশোরী এবং মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নেই। অধিক সংখ্যক মহিলা কাজ করেন এমন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলো, অধিকাংশ জনসমাগমস্থল, যেমন: মার্কেট/বাজার, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যসেবা পয়েন্টসমূহ, অফিস এবং কারখানার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার না থাকায় বর্তমান বাস্তবতায় বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান শৌচাগারগুলোর নকশা অধিকতর উন্নয়ন প্রয়োজন। ওয়াশ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে। সকল প্রকারের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর যথাযথ মান নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কঠোর নজরদারি প্রয়োজন।

৩.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা

জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল এর সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অন্তর্ভুক্তিমূলক শৌচাগার অবকাঠামো নকশা প্রণয়নে একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করা আবশ্যক। নকশা এবং পরিচালন নির্দিশনার মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। সকল প্রকারের ওয়াশ সুবিধাসমূহের একটি ন্যূনতম মানদণ্ড থাকতে হবে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং বন্যা-প্রবণ এলাকার প্রয়োজন, বিশেষত যেসকল স্থানে ওয়াশ সুবিধাসমূহ নিমজ্জিত

হওয়ার আশঙ্কা আছে সে সকল স্থানে ওয়াশ সুবিধাসমূহের নকশা পরিবর্তনের সুযোগ রাখতে হবে। নকশার মানদণ্ড নির্ধারণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে-

পানি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী: প্রতিটি স্থাপনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রবাহমান পানি এবং সাবান ও অন্যান্য পরিষ্কার করার সামগ্রী থাকতে হবে।

লিঙ্গভিত্তিক পৃথক শৌচাগার: কিশোরী ও মহিলাদের গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং নিশ্চয়তা বিধানে প্রতিটি স্থানে বিশেষত জনসমাগমস্থলে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক শৌচাগার প্রয়োজন।

লিঙ্গবান্ধব শৌচাগার: কিশোরী এবং মহিলাদের জন্য নির্ধারিত শৌচাগারে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা উপকরণ অপসারণ এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর ব্যবহৃত সামগ্রী সংগ্রহের ব্যবস্থাসহ পোশাক পরিবর্তন/ধৌতকরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। গণশৌচাগারের নিকটতম স্থানে মাসিককালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। জরুরি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিশোরী এবং মহিলাদের চাহিদা মিটানোর জন্য জনসমাগমস্থলে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী বিক্রয়ে ভেন্ডিং মেশিন স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা যায়।

প্রতিবন্ধীবান্ধব শৌচাগার: শুধুমাত্র শৌচাগারের ভিতরের পরিবেশ নয়, প্রবেশপথও প্রতিবন্ধীবান্ধব হতে হবে। এ শৌচাগারগুলো প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাবান্ধব হতে হবে।

শৌচাগার ব্যবহার: পাবলিক প্লেসে বা জনসমাগমস্থলে বিদ্যমান শৌচাগারগুলো ব্যবহার এবং শিষ্ঠাচার সংক্রান্ত নির্দেশক শৌচাগারের সামনে থাকা প্রয়োজন।

পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ: পারিবারিক শৌচাগার ব্যতীত অন্য সকল শৌচাগার রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নিমিত্ত বাজেটসহ পরিচ্ছন্নকর্মী নিয়োজিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবেন। শৌচাগারগুলোর পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষ যথাযথ মনিটরিং জোরদার করবে। মনিটরিং চেকলিস্ট এবং রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত মনিটরিং অফিসার, যেমন: শিক্ষক অথবা শিক্ষা অফিসার ওয়াশ সুবিধাগুলো মনিটরিং করবেন।

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাবান্ধব ওয়াশ সুবিধাগুলোর স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন এবং পরিচালন নির্দেশিকা সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন এর জন্য মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি একটি উপকমিটি গঠন করবে। যথাযথ মান, সংখ্যা এবং পরিচালনগত দিকসহ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয়তাগুলোর প্রেক্ষিতে শৌচাগারের বিদ্যমান ডিজাইন এবং স্ট্যান্ডার্ড যথাযথ কি না তা উপকমিটি রিভিউ করবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বুয়েট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উপযুক্ত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উপকমিটি গঠন করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় স্ট্যান্ডার্ড এবং পরিচালন নির্দেশিকা অনুমোদন করবে। নির্দেশিকা অনুমোদনের পর পাবলিক এবং প্রাইভেট পর্যায়ের নির্মিতব্য সকল ওয়াশ সুবিধাগুলোর ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা অনুসরণীয় হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা ইস্যু করতে হবে। নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড ও পরিচালনা নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা পারমিট ইস্যু করার সময় এবং পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। এ জাতীয় সংস্থাগুলো, যেমন: পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মনিটরিং সংস্থাকেও এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কৌশল-৪. মাসিক স্বাস্থ্যবিধি উপকরণের নিরাপদ অপসারণ

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীগুলোর নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব ডিস্পোজাল-এর লক্ষ্য হলো দূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা। জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার স্বার্থে, পরিবেশকে নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত রাখা আবশ্যক।

কৌশলগত দিক

৪.১ প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত এবং সমালোচনার ক্ষেত্রটি হলো মাসিকের ব্যবহৃত পণ্য সামগ্রীর নিরাপদ অপসারণ। জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে এ বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর ডিস্পোজাল বলতে সকল অবস্থায় এবং বন্যাকবলিত এলাকাসহ সকল ভৌগোলিক এলাকায় ব্যবহৃত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর প্রাথমিক সংগ্রহ, পরিবহণ এবং চূড়ান্ত অপসারণকে বোঝানো হয়।

৪.২ নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব অপসারণ

নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী অপসারণের জন্য তিন স্তরের পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। নিরাপদ অপসারণের নির্দেশিকা এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এ নির্দেশিকা অনুসরণ করবে।

মাসিককালীন ব্যবহৃত সামগ্রীর পরিবেশবান্ধব ডিস্পোজাল পদ্ধতির একটি মডেল টেবিল ১ এ প্রদর্শিত হলো:

টেবিল ১: নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব ডিস্পোজাল

বিষয়	লেভেল-১ প্রথম পর্যায় (প্রাইমারি)	লেভেল-২ দ্বিতীয় পর্যায় (সেকেন্ডারি)	লেভেল-৩ তৃতীয় পর্যায় (টারশিয়ারি)
বিধানসমূহ	প্রত্যেক পরিবার, প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা), স্বাস্থ্যসেবা আউটলেট (পাবলিক/প্রাইভেট), সকল প্রকারের ব্যবসাকেন্দ্র, কর্মস্থল (পাবলিক /প্রাইভেট), পাবলিক এবং কমিউনিটি শৌচাগার অন্যান্য সকল প্রকার শৌচাগারে ধোয়ার উপযোগী ঢাকনাসহ পেডেল বিন ব্যবহার করতে হবে।	লেভেল-১ এ বর্ণিত স্থানগুলো থেকে মাসিকের বর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহণের জন্য প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ছোট ছোট পরিবহণ ভ্যান এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।	ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন পর্যায়ের মাসিকের বর্জ্য সামগ্রী সংগ্রহ ও পরিবহণে ব্যবহৃত ছোট ছোট পরিবহণ ভ্যান থেকে মাসিকের বর্জ্যসামগ্রী সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট দহন চুল্লীতে পরিবহণের জন্য প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বড় আকারের পরিবহণ ভ্যান থাকবে।
কর্মচারীবৃন্দ	প্রত্যেক এজেন্সি তাদের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে থেকে রোস্টার ভিত্তিতে একজন কর্মী নিয়োজিত করবে যাতে প্রতিটি বিন থেকে ব্যবহৃত মাসিক সামগ্রী সংগ্রহ করে দিন শেষে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জমা করে। উক্ত বিনসমূহ পরবর্তী দিনের জন্য অপর একটি বিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। এসময়ের মধ্যে প্রথম সেটের বিনসমূহ ধোয়া পরিষ্কার এবং শুকিয়ে নেয়া হবে।	মাসিকের বর্জ্য জমাকরণ স্থান থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে ওয়ার্ডে মাসিক বর্জ্য পরিবহণ ভ্যানে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে দায়িত্ব প্রদান করবে।	একজন প্রশিক্ষিত সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে সকল মাসিক বর্জ্য পুরোপুরি দহন সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষিত স্টাফ দহন চুল্লীতে নিয়োজিত করা হবে।
অর্থায়ন	মাসিকের বর্জ্য অপসারণস্থলের ব্যবস্থাপনা এবং বিন এর ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/পরিবার বহন করবে।	ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবহণ ভ্যানের জ্বালানি ও মেরামত ব্যয় এবং ভ্যানচালক এবং বর্জ্য সংগ্রহকারীদের বেতন ভাতা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বহন করবে। এ বাবদ সম্ভাব্য ব্যয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা দহন চুল্লীর ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবে। এছাড়াও দহন চুল্লী রক্ষণাবেক্ষণ ও মাসিক বর্জ্য বহনকারী বড় ভ্যানের চালকদের বেতন ও দহনচুল্লীর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করবে।

ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং এবং মান নিয়ন্ত্রণ

সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিটি পর্যায়ে মাসিকের বর্জ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। দহনচুল্লীর অপারেটর এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারগণও এ প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দহনচুল্লী কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরবরাহ করা হবে অথবা দহনচুল্লী ক্রয়ের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। সরকারি খাস জায়গাকে প্রাধান্য দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দহনচুল্লী স্থাপনের স্থান নির্বাচন করবে। পরিচালন, ব্যবস্থাপনা এবং আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেটের সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। জাতীয় পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা দহনচুল্লী ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিরীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবে যাতে সামগ্রিক কার্যক্রম নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব ভাবে সম্পাদিত হয়।

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর নিরাপদ ও সুষ্ঠু বিন্যাস এবং ঘরে তৈরি সামগ্রীর নিরাপদ পুনঃব্যবহার নিশ্চিতকল্পে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। সুষ্ঠু বিন্যাসের বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক বিধায় বিদ্যমান জ্ঞান বা ধারণার ভিত্তিতে কয়েকটি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বসতগৃহের কঠিন বর্জ্যগুলো পুতে ফেলা বা ট্রিটমেন্ট এর মাধ্যমে ডিস্পোজাল করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় নির্দেশিকাগুলো অনুমোদন করবে। নির্দেশিকাগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর বাণিজ্যিকভাবে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী উৎপাদনকারীদের জন্য তা অনুসরণীয় হবে, যেমন: প্যাকেটের মধ্যে ডিস্পোজাল ব্যাগ সংযুক্তকরণসহ প্যাকেজিং এর সুষ্ঠু বিন্যাস বিষয়ক নির্দেশিকা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ডিস্পোজাল সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা, যেমন: বায়ো-ডিগ্রেডেবল প্যাড এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য সামগ্রী উৎপাদনকে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি উৎসাহ এবং স্বীকৃতি প্রদান করবে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এবং টেস্টিং ইন্সটিটিউট, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলো নির্দেশিকা প্রতিপালনের বিষয়টি নিরীক্ষণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

উদ্দেশ্য-২: অন্যান্য পলিসি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সহযোগিতায় সক্ষমতার পরিবেশ সৃষ্টি করা

কৌশল-৫: সমন্বয় সাধন

মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আচরণ সংস্কৃতিগতভাবে সংবেদনশীল এবং জটিল বিষয় বিধায় তা প্রসারে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

কৌশলগত দিক

৫.১ যথার্থ সমন্বয়ের প্রভাব

সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা সংস্থা এবং অংশীদারদের মধ্যে একটি কার্যকরী সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ প্রকারের সহযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক সহযোগী সংস্থা পরিকল্পিত উপায়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। যার ফলে সুসমন্বিত ফলাফলের মাধ্যমে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হবে। উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ নির্মূল এবং সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সহযোগী ও সমন্বিত পদ্ধতি তৈরি করা যেতে পারে।

৫.২ সহযোগী অংশীদারগণ

জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়ন কার্যক্রমের শুরু থেকেই সহযোগিতার ক্ষেত্র সফলভাবে বিদ্যমান রয়েছে। জরিপ থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে।

সহযোগী অংশীদারগণ হলো:

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সেক্টর/দপ্তরসমূহ
- উন্নয়ন সহযোগীগণ
- সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক এনজিও
- সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের এনজিও
- সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মসমূহ
- বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি
- প্রেস, ইলেক্ট্রিক এবং অনলাইন মিডিয়া প্রতিনিধি

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন প্রক্রিয়ায় উন্নতি বিধানে লিঙ্গ সমতা এবং কিশোর বা বালক এবং পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নেতৃত্ব বিশেষত ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী বিভিন্ন পেশাজীবী, যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মিডিয়া, বেসরকারি খাত এবং সাধারণ জনগণের সমর্থন প্রয়োজন। উপযুক্ত লিঙ্গবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে অভিজ্ঞ পেশাজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সহযোগিতা সৃজনের লক্ষ্যে এসকল অংশীজনদের কার্যকরীভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫.৩ সক্ষমতা ও ক্রস-কাটিং বিষয়সমূহ

৫.৩.১ লিঙ্গ সমতা

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার কার্যকরী উন্নয়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল প্রকারের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে লিঙ্গ সমতা এবং ন্যায্যতার ক্ষেত্র হিসেবে এমএইচএম মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। নারী অধিকার এবং নারী ক্ষমতায়ণ এর বিষয়টিও এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনতে হবে।

আমাদের সমাজকে লিঙ্গ ন্যায়সংগত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কৌশলগত দিকসমূহ অনুসরণ করতে হবে:

জেন্ডার বিষয়ক জ্ঞান অর্জন

লিঙ্গ যেটি সম্পূর্ণ জৈবিক তার সাথে জেন্ডারকে এক ভেবে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। বিবিধ বিদ্যমান সুবিধা, যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে বালিকা ও মহিলাদের অভিগম্যতায় জেন্ডার সংক্রান্ত নিয়ম, ভূমিকা, সম্পর্ক, বাধাধরা বিরতি ইত্যাদি বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়।

মূলধারায় জেন্ডারের অন্তর্ভুক্তি

বিভিন্ন সেক্টরে বিদ্যমান বৈষম্য এবং শূন্যস্থান চিহ্নিত করে পলিসি, পদ্ধতি এবং কর্মসূচিভিত্তিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা এবং ন্যায্যতাকে কর্মসূচিসমূহে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জেন্ডার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

কর্মসংস্থানের সুযোগ

কিশোরী এবং মহিলাদের উপর আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধ এবং সীমাবদ্ধতা কার্যকরীভাবে অপসারণের লক্ষ্যে লিঙ্গ সমতা বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। এ জাতীয় বৈষম্যসমূহ নিরসন করা হলে কোন সমস্যা ব্যতীত অধিক হারে নারীদের কর্মে অংশগ্রহণের পথ সুগম করবে।

পূর্ণমাত্রার উন্নয়ন

একটি লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বালিকা এবং মহিলাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে। এ প্রক্রিয়ায় তারা পরিপূর্ণ উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৫.৩.২ পুরুষের অংশগ্রহণ

নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত এবং স্বাস্থ্যকর মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বালক এবং পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। উপযুক্ত এমএইচএম পুরুষ ও মহিলা উভয় লিঙ্গের জন্য যৌথ দায়িত্বস্বরূপ। এমএইচএম শুধুমাত্র কিশোরী এবং মহিলাদের বিষয় নয়। এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ২৮ মে সারা বিশ্বে "মাসিক স্বাস্থ্যবিধি দিবস" উদযাপিত হয়। নিরাপদ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সকল অংশীজন এ দিবসের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। একই ধারণা থেকে এ কৌশলপত্রে এমএইচএম-এ কিশোর এবং পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সামগ্রী ক্রয়

পরিবারের কিশোরী এবং মহিলাদের জন্য এমএইচএম সামগ্রী ক্রয়ে কিশোর এবং পুরুষরা সহযোগিতা করতে পারে।

শারীরিক ইস্যুতে সমর্থন

মাসিককালীন কিশোরী এবং মহিলারা শারীরিক কষ্টে থাকে বিধায় ঐ সময়ে কিশোর এবং পুরুষেরা পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে পারে। মাসিককালীন সময়ে কঠিন কাজ করা মহিলাদের জন্য ক্ষতিকর। এ সময়ে পুরুষেরা মহিলাদের সাংসারিক কাজের দায়িত্ব থেকে কিছুটা অব্যাহতি দিতে পারে।

মানসিক ইস্যুতে সমর্থন

মাসিককালীন কিশোরী এবং মহিলারা মানসিক চাপে ভোগেন। অধিকাংশ সময়ে পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ, বন্ধু, স্বামী, সহকর্মী এবং সহপাঠী এমনকি শিক্ষকগণ এ বিষয়টি বুঝতে পারেন না। বিষয়টি অনুভব করে মাসিককালীন কিশোরী এবং মহিলাদের প্রতি কিশোর ও পুরুষদের সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান কিশোর এবং বালকদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে।

শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন কিশোরী এবং মহিলাদের মাঝে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী বিতরণ

শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন (শারীরিক, শরীরবৃত্তীয়, যোগাযোগ, দৃষ্টি অথবা শ্রবণ প্রতিবন্ধী) কিশোরী এবং মহিলাদের কাছে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্তা এবং সামগ্রী পৌঁছানো কষ্টকর। শারীরিক অবস্থা তাদেরকে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার প্রতি দুর্বল করে তোলে। দুর্বল বিতরণ ব্যবস্থা তাদেরকে শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন করে অথবা অভিগম্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাদের জন্য বিশেষ সময় অথবা নির্ধারিত বিতরণ স্থান সংরক্ষিত রাখলে শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন কিশোরী এবং মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন কিশোরী এবং মহিলাকে যাদের গুরুতর সুরক্ষা প্রয়োজন তাদের জন্য প্রতিবন্ধী সংস্থা, নারী সংগঠন এবং কমিউনিটি নেটওয়ার্ক সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে। সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনকে শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন কিশোরী এবং মহিলার প্রতি মনোযোগী ও সংবেদনশীল হতে হবে।

চিকিৎসা সুবিধা

মাসিককালীন কতিপয় কিশোরী ও মহিলা প্রচণ্ড ব্যথা, রক্তপাত এবং অন্যান্য সমস্যা নিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এজন্য তাদের চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। পরিবারের সদস্যবৃন্দ বিশেষ করে পুরুষেরা ভুক্তভোগী মহিলাদের নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সহায়তা করতে পারে।

৫.৩.৩ রাজনৈতিক সদিচ্ছা

যথাযথ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং অংশীদারের উপর নির্ভর করে। জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পলিসিসমূহ সহযোগী ডকুমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

মহিলা ও কিশোরীদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ মাসিককাল অতিক্রম প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কল্যাণ ও অন্যান্য সুযোগসমূহের অধিকার নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা প্র্যাকটিসের ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করা প্রয়োজন; যাতে কিশোরী এবং মহিলারা মর্যাদা এবং স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতে পারে।

- সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১১-২০২৫) বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর
- পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন জাতীয় কৌশলপত্র, ২০২১
- বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি বেসলাইন সার্ভে, ২০১৪
- বাংলাদেশ জাতীয় হাইজিন ফলো-আপ সার্ভে, ২০১৮
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

৫.৩.৪. সক্ষমতা বৃদ্ধি

সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের (স্কুল বা মাদ্রাসার শিক্ষক, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, নিয়োগদানকারী, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ) সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন যাতে তারা কিশোরী এবং মহিলাদের স্বস্তিদায়ক, বিশ্বস্ত এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে।

শিক্ষকমণ্ডলী

মাসিককালীন কিশোরীরা কী সমস্যা ভোগ করে তা শিক্ষকদের বুঝতে হবে। এগুলো হলো লজ্জা, ভয় এবং শারীরিক অস্বস্তি। ফলে প্রতি মাসে কয়েকদিন কিশোরীরা স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হয় এবং স্কুলে আসলেও ক্লাসে মনোযোগ থাকে কম। কোন কোন সময় অসহনীয় অবস্থার কারণে কিশোরীরা স্কুল থেকে ঝরে পড়তে বাধ্য হয়। যদি শিক্ষকেরা এ বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে এবং ব্যবস্থাপনা করতে পারেন তবে স্কুল এবং শিক্ষা সম্পর্কে এ কিশোরীদের মনে পর্যায়ক্রমে একটি অনুকূল ধারণা সৃষ্টি হবে। প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষকগণ বিশেষত মাসিক সম্পর্কে পাঠদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ক্লাসে কথা বলতে, আলোচনা করতে এবং ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোর পাঠ্যক্রমে এমএইচএম সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানভিত্তিক, বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এর ফলে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনায় শিক্ষকগণ অধিকতর আস্থাশীল হবেন। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে আলোচনা করে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকগণ বিনামূল্যে অথবা মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে মাসিককালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সহজপ্রাপ্যতার জন্য "মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কর্ণার" স্থাপনের উদ্যোগ নিতে পারেন। এর পাশাপাশি যেসকল কিশোরী অসুস্থ বোধ করে তাদের জন্য বিছানা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজেই স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী

নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কাজের প্রকৃতির কারণে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ প্রায়শই মাসিককালীন সংকটাপন্ন কিশোরী এবং মহিলাদের অন্যান্য রোগীদের মতো চিকিৎসা দিয়ে থাকে। মাসিক সমস্যা সংবলিত কিশোরী এবং মহিলাদের প্রতি সহানুভূতি এবং গোপনীয়তা নিয়ে চিকিৎসাসেবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়না। এ জাতীয় ঘটনাগুলো উল্লিখিত ক্যাটাগরিতে সেবা প্রত্যাশীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মাসিককালীন কিশোরী এবং মহিলাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান কেন্দ্রগুলোতে একটি "নারীবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা শাখা" স্থাপন বিষয়টি সমধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা এবং পরামর্শ প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষিত একজন নারী স্বাস্থ্যকর্মী যিনি রোগীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করে সেবা দিবেন তার দ্বারা উক্ত কিশোরী এবং মহিলাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। শারীরিক সমস্যা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারীদের মাসিকজনিত কারণে রোগীর মানসিক সমস্যা যা অনেক সময় ভুক্তভোগীরাও বুঝতে পারেনা সে বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে। ঋতুস্রাবকালীন কিশোরী এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরামর্শ প্রদান গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হতে পারে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের যথাযথ অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে এ বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মী

প্রতিটি পরিবারের দোরগোড়ায় সহজ অভিগম্যতা থাকায় কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, মাসিককালীন বিপদজনক লক্ষণসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং মাসিককালে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী নিয়ে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। অধিকাংশ স্বাস্থ্যকর্মী গর্ভ নিরোধক সামগ্রী বিতরণ করে। বিধায় এগুলোর সাথে তারা মাসিকের সামগ্রী বিতরণ করতে পারেন। উঠান বৈঠকে স্বাস্থ্যকর্মীগণ কিশোরী এবং মহিলাদের পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীগণ সমাজের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা কাউন্সিলিং অনেক বাস্তবসম্মত উপায় হতে পারে। যেসকল কিশোরী এবং মহিলার মেডিকেল সাপোর্ট প্রয়োজন তাদেরকে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীগণ নিকটবর্তী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কেন্দ্রে প্রেরণ করতে পারেন।

ধর্মীয় নেতৃবর্গ

বাংলাদেশে সাধারণ জনগণের উপর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। মাসিককালীন কিশোরী এবং মহিলাদের প্রতি পরিবারের পুরুষ সদস্যদের আচরণ কী রকম হওয়া উচিত সে বিষয়ে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সঠিক এবং বিস্তারিত বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য নিয়ে যথাযথ অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধর্মীয় নেতাদের এ বিষয়টি প্রচারের কাজে লাগানো যেতে পারে। এতে সামাজিক কু-প্রথাগুলো হ্রাস পাবে। সঠিক অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে তাদের উদ্বুদ্ধ করা গেলে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাবান্ধব পরিবেশ সৃজনে তাদের সহায়ক ভূমিকা থাকবে।

ক্ষুদ্র এবং মাঝারি এন্টারপ্রাইজসমূহ

স্বল্প বা সাশ্রয়ী মূল্যে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ায় আগ্রহী হচ্ছে। স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে এ জাতীয় পণ্য উৎপাদন এবং বিতরণে এসএমই-গুলো সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় এ জাতীয় সামগ্রী সহজলভ্য করতে তা খুবই উপযোগী হতে পারে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে এ কাজে তাদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মা এবং সঙ্গী/বান্ধবী

মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্যপ্রাপ্তিতে কিশোরী মেয়েদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি উৎস হলো মা ও বান্ধবী। কোন কোন সময়ে পরিবারের অন্য সদস্যগণ (দাদী, চাচী) তথ্য দিয়ে থাকে। তথ্য প্রদানকারী এসকল ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। জাতীয় পর্যায়ের প্রচারণার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে (যেমন: খাবার স্যালাইন জনপ্রিয়করণ, খোলা জায়গায় মলত্যাগ প্রবণতা নির্মূল করা ইত্যাদি) ধারণা প্রচারের সর্বোত্তম উপায় হলো মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিনোদনমূলক তথ্য সম্প্রচার। অন্য ক্রমবর্ধমান চ্যানেল হলো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভয়েস অ্যাড অথবা টেক্সট ম্যাসেজ প্রেরণ যা বাংলাদেশে সর্বব্যাপিতা লাভ করেছে।

৫.৩.৫ সামাজিক এবং আচরণগত পরিবর্তনসূচক যোগাযোগ

একটি সক্ষম পরিবেশে সঠিক মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অভ্যাসগুলোর সম্প্রসারণে কাঠামোগত এসবিসিসি কৌশল প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ যত দ্রুত সম্ভব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। বিধিনিষেধ বা প্রথা এবং অজ্ঞতা অপসারণ করার নিমিত্ত নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং হাইজিন বিষয়ক মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার অভ্যাসসমূহের সঠিক এবং পরিপূর্ণ বার্তা প্রেরণ করা আবশ্যক। বিবিধ প্রেক্ষাপটে এমএইচএম অনুশীলনে বিসিসি সামগ্রী কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। এটি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়, যেমন: নারীর ক্ষমতায়ণ এবং লিঙ্গ সমতা বিষয়ক আনুসঙ্গিক সুফল অর্জনে ধনাত্মক ভূমিকা পালন করতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং এলাকায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যায়। বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যবহারের অন্যান্য প্লাটফর্ম এর সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টিও বিবেচনায় আনা উচিত। এসবিসিসি কৌশলপত্রে মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং বয়ঃসন্ধিকালীন বিষয়াবলি (যেমন: মাসিকের ফ্লুইড শোষণ, প্রতি ৪-৬ ঘন্টা পরপর অপসারণযোগ্য, পুনঃব্যবহারযোগ্য সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বালক বালিকাদের বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভের নিমিত্ত এসবিসিসি কৌশলপত্রে পৃথক অধ্যায় থাকা প্রয়োজন। যেহেতু, অধিকাংশ কিশোরী এবং মহিলা ঋতুস্রাবকালীন সময়ে কাপড় ব্যবহার করে, সেহেতু এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়টি এসবিসিসির কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (যেমন: সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া, খোলা জায়গায় শুকানো এবং নিরাপদ স্থানে অথবা আলমারিতে সংরক্ষণ করা)। স্বল্পমূল্যেপ্রাপ্ত উপকরণ বিকল্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ তবে যাতে কোন প্রকারের সংক্রমণ না হয় সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৫.৩.৬ অনলাইন মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা তথ্য ও সংরক্ষণ কেন্দ্র

একটি তথ্য কেন্দ্র ওয়েবসাইট তৈরি করা প্রয়োজন। বিকল্প হিসেবে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিদ্যমান জাতীয় জ্ঞান ভান্ডার প্রতিষ্ঠা এবং যথার্থভাবে হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এ ভান্ডারে সকলের অভিগম্যতা থাকবে। প্রস্তাবিত তথ্য কেন্দ্রকে ব্যবহার করে বিভিন্ন উদ্যোগ ও বার্তাগুলো, সফলতার গল্প, কেস স্টাডি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় হতে পারে। এছাড়াও মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন আপডেট, ডকুমেন্ট, গবেষণা এবং স্টাডিতেপ্রাপ্ত তথ্য এবং মনিটরিং রিপোর্ট প্রস্তাবিত ওয়েবসাইটে আপলোড করা যেতে পারে। ভান্ডারের উল্লিখিত তথ্য কেন্দ্রের সাথে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান কেন্দ্রের সাথে সংযোগ থাকতে পারে।

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাকে প্রমোট করার জন্য বা মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এর উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য একটি জাতীয় প্লাটফর্ম গঠন করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা করবে। এ সভায় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়, যেমন: লিঙ্গ সমতা, কিশোর এবং পুরুষের অন্তর্ভুক্তি এবং সম্মুখসারীর কর্মী এবং পেশাজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হবে। প্লাটফর্ম এর সদস্যগণ বিভিন্ন সদস্য সংস্থার দায়িত্ব বন্টন করবেন এবং অগ্রগতি মনিটরিং করবে।

এসবিসিসি সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা একটি ব্যাপক কার্যক্রম বিধায় এমএইচএম সমন্বয় কমিটি এসবিসিসি বিষয়ক একটি উপকমিটি গঠন করবে। এ উপকমিটিতে অন্যান্যদের সাথে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তারা মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বার্তা প্রণয়ন করবে এবং তা বহুল প্রচারের উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করবে। ইতঃপূর্বের সকল জাতীয় ব্যবস্থাপনাগুলো, যেমন: খোলা জায়গায় মল ত্যাগ নির্মূল, জাতীয় টিকাদান এবং খাবার স্যালাইনকে জনপ্রিয় করা ইত্যাদি বিষয়গুলো উপকমিটি অনুসরণ করবে। অনলাইন তথ্য কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথ সরকারি সংস্থা, যেমন: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং "এটুআই" প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করবে।

উদ্দেশ্য-৩: পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে সংযুক্ত করা

কৌশল-৬: বেসরকারি খাতকে কাজে লাগানো

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন অধিক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে, বহু অংশীজনভিত্তিক পরিচালনা পদ্ধতি সমর্থন করে। যথাযথ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা আচরণ সম্প্রসারণ বা উন্নয়নের বিষয়টি বেসরকারি খাতের অংশীদারত্বের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করে যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করে।

সম্পর্কিত তথ্য

মূল খাতের সরকারি অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক সেবা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আগস্ট, ২০১০ সালে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ কৌশল এবং নীতিমালা জারি করে। পিপিপি প্রোগ্রাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সংস্থা, অর্থলগ্নীকারী এবং সুশীলসমাজের সাথে অংশীদারত্বকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদেরকে উন্নয়নশীল এবং অধিকতর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের বিষয়টি অনুধাবন করতে ভূমিকা রাখে। মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং লিঙ্গ সমতা বিষয়ক কতিপয় উদ্যোগ পিপিপি বাস্তবায়ন করে থাকে।

মাসিককালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানিতে সরকারের কর অব্যাহতি বেসরকারি খাত কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে এবং পাবলিক সেক্টর ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশীদারত্বের ভিত্তিতে এমএইচএম অনুশীলনের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

কৌশলগত দিক

৬.১ মাসিককালীন সামগ্রী

ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরির ভোক্তাকে আকৃষ্ট করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রী উৎপাদন এবং বিপণনে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। নিম্নআয়ের পরিবার সম্ভাবনাময় ভোক্তা হিসেবে বিবেচনা করে তাদের উৎপাদন এবং বিপণন পলিসি পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

সরকারের সহযোগিতা এক্ষেত্রে আবশ্যক। কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অংশীদারিত্ব কার্যকর করার নিমিত্ত উভয়পক্ষের আনুষ্ঠানিক চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

উভয়পক্ষের সন্তুষ্টির জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

পরিবেশবান্ধব সামগ্রী: বাজারে বিদ্যমান অধিকাংশ মাসিক সামগ্রী জীবাণু বিয়োজ্য নয়। পরিবেশবান্ধব মাসিক সামগ্রী উৎপাদনে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সরকার এ জাতীয় সামগ্রী উৎপাদনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে পারে। নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনে পণ্যের জীবনচক্র সম্পর্কে গবেষণা চালানো যেতে পারে। পণ্যের উৎস থেকে ডিস্পোজাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্যারামিটারে উৎপাদন থেকে ডিস্পোজাল প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক মাত্রা নিরূপন করা যায়। এটি কোন পণ্যের পরিপূর্ণ জীবনচক্রে পরিবেশবান্ধব অবস্থা নিশ্চিত করে।

উপযুক্ত সামগ্রী: বিকল্প পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকায় মাসিককালীন ব্যবহৃত সামগ্রীর বিকল্প হিসেবে কাপ, ট্যাম্পন, পুনঃব্যবহারযোগ্য ও ধোয়ারযোগ্য ন্যাপকিন পিরিয়ড অন্তর্বাস প্রস্তুত বা আমদানি করার জন্য বেসরকারি এন্টারপ্রাইজগুলোকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এছাড়া, এসবিসিসি ক্যাম্পেইন এর অংশ হিসেবে বাড়তি চাহিদা সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করা যায়।

প্রত্যন্ত এলাকায় পৌছানো: প্রত্যন্ত এলাকাগুলো যেখানে বাণিজ্যিক সামগ্রী সহজলভ্য নয় সেক্ষেত্রে এমএইচএম সামগ্রী বিক্রয় ও বিতরণের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী এবং মাঠ কর্মীদের নিয়োজিত করতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে। এর ফলে তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে এবং কিশোরী ও মহিলারা মাসিকের উপকরণ তাদের দোরগড়ায় পেতে সক্ষম হবে।

বিপণন কৌশল সুসমন্বিতকরণ: সরকার কর্তৃক কর ছাড় এর কারণে বেসরকারি খাত কম খরচে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু খুচরা পর্যায়ে ১৫% কর পণ্য সামগ্রীকে ব্যয়বহুল এবং অধিকাংশ ভোক্তার নাগালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। চূড়ান্ত সামগ্রীর উপর বিক্রয় কর প্রত্যাহার অথবা হ্রাস করা হলে সামগ্রীর খুচরা বিক্রয় মূল্য কমবে এবং স্বাস্থ্যবিধি ও মানসম্মত এমএইচএম সামগ্রী ক্রয় ও ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোক্তাকে উৎসাহিত করবে।

ভেন্ডিং মেশিন: স্কুল/মাদ্রাসা, কর্মস্থল, যোগাযোগস্থল, গণশৌচাগার এবং কমিউনিটি ওয়াশ সুবিধা প্রদান কেন্দ্রগুলোতে মাসিকের পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ে ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন কিশোরী এবং মহিলাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে। সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য পাইলট ভিত্তিতে ভেন্ডিং মেশিনগুলো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থানে স্থাপন করা যেতে পারে।

ক্রস-ভর্তুকি: বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ তাদের বিভিন্ন পণ্যের মানভিত্তিক বিভিন্ন মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। স্বল্পমূল্যের সামগ্রীগুলো স্বল্পআয়ের ব্যবহারকারীর নিকট বিক্রয় করা যেতে পারে। ক্রস ভর্তুকি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দুই প্রকারের সামগ্রীর কর হার দুইভাবে নির্ধারণ করা যায়।

অপসারণযোগ্য ব্যাগ: মাসিককালীন ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রীর প্যাকেটের মধ্যে জীবাণু বিয়োজ্য ব্যাগ অন্তর্ভুক্তির জন্য উৎপাদনকারীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এভাবে ব্যবহারকারীগণ প্যাড ডিস্পোজাল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে এবং এটি পরিবেশ দূষণ থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

এমএইচএম কম্বো প্যাক: মাসিক চক্রের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সাইজ ও শোষণ ক্ষমতার ন্যাপকিন ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু মার্কেটে বিদ্যমান প্যাকেজে ৮-১০টি ন্যাপকিন থাকে যা একই সাইজ এবং শোষণ ক্ষমতাসম্পন্ন। পক্ষান্তরে সাইজ এবং শোষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে সামগ্রীগুলো এক একটি পিস হিসেবে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ভোক্তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দিনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ন্যাপকিন কিনতে পারে। বিভিন্ন পরিমাণের ডিসচার্জ এর ভিত্তিতে প্যাকেজগুলো ভারী ও হালকা প্যাড সংবলিত কম্বোপ্যাক হিসেবে প্রস্তুত ও বিক্রয় করা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় একজন ভোক্তা মাসিকের প্রতিদিন এর জন্য অধিক শোষণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যয়বহুল প্যাড কেনা থেকে বিরত থাকতে পারে। এতে এমএইচএম সামগ্রী বাবদ খরচ হ্রাস পাবে। অধিকন্তু, ব্যবহৃত ন্যাপকিনগুলো ডিস্পোজ করার মতো প্রতিটি প্যাকে ব্রাউন পেপারের জীবাণু বিয়োজ্য ব্যাগ থাকতে হবে। ডিস্পোজাল ব্যাগগুলো ডিস্পোজাল নির্দেশিকাসহ ডিস্পোজাল চিহ্নিত থাকতে হবে। পরিস্কারের জন্য প্যাকেটে ওয়েট টিস্যু থাকতে হবে। এ ধরনের উদ্ভাবনী সামগ্রী বেসরকারি খাত বাজারে নিয়ে আসতে পারে।

৬.২ ওয়াশ সামগ্রীসমূহ

গণশৌচাগার, স্কুল এবং অন্যান্য পাবলিক স্থানে ওয়াশ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাত ধৌত করার সামগ্রী, যেমন: সাবান, ক্লিঞ্জার, এমএইচএম সামগ্রী, ডিস্পোজাল বিন এবং শৌচাগার পরিষ্কার করার সামগ্রী সরবরাহ করতে পারে। বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রিকরণ এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা যায়।

৬.৩ মাসিকের সামগ্রী অপসারণ

ডিস্পোজাল এর জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের নিমিত্ত বেসরকারি এন্টারপ্রাইজকে চুক্তিবদ্ধ করা যায়। তারা জেলা পর্যায়ে দহন চুল্লী স্থাপন ও পরিচালনা করবে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এমএইচএম সামগ্রী সংগ্রহ ও পরিবহণ করবে। দহনচুল্লী পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার উপর তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। দহন চুল্লীর ডিজাইন এবং পরিচালনা পরিবেশবান্ধব হতে হবে যাতে বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমন্ডলে আসতে না পারে।

৬.৪ স্থাপনা নির্মাণ

অন্তর্ভুক্তিমূলক ওয়াশ সুবিধা নির্মাণে অংশীদারত্বের বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে, যাতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্কুল, মাদ্রাসা, গণশৌচাগার এবং কমিউনিটি শৌচাগার নির্মিত হয়।

৬.৫ সক্ষমতা বৃদ্ধি

গ্রামীণ, প্রত্যন্ত এবং দুর্গম এলাকায় বসবাসরত নিম্নআয়ের এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর কিশোরী এবং মহিলাদের জন্য স্বল্পমূল্যে মানসম্মত এমএইচএম সামগ্রী প্রয়োজন। যেসকল স্থানে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রাপ্যতা নেই, সেসকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বল্পমূল্যের মাসিকের সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারে। স্বল্পমূল্যের মানসম্পন্ন সামগ্রী উৎপাদনে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা যেতে পারে। সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো এসএমই-কে সহায়তা করতে পারে। স্বল্পসুদে ঋণ, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীতে ভর্তুকি প্রদান এবং সরবরাহকারীদের সাথে সংযোগ সাধনের মাধ্যমে এসএমই-কে সহযোগিতা করা যায়।

এমএইচএম খাতে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে যৌথ বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য এমএইচএম সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশ পিপিপি কর্তৃপক্ষ, পিপিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সরকারি সংস্থা এবং শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংগঠন (FBCCI) এর সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে পারে।

এমএইচএম পণ্য সামগ্রীকে গ্রীন ফান্ডে, যেমন: গ্রীন ট্রান্সমিশন ফান্ড যেটি পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনে স্বল্পসুদে ঋণ দিয়ে থাকে সে ফান্ডে অন্তর্ভুক্তির জন্য এমএইচএম সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করতে পারে।

উদ্দেশ্য-৪: অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পদ্ধতিগত ব্যবস্থাগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাগুলো উত্তরণ

কৌশল-৭: অংশীজনদের পথ প্রদর্শন করা/নির্দেশনা প্রদান করা

উদ্ভাবনী উপায়ে জ্ঞান এবং অনুশীলন সমৃদ্ধ নিয়মানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যথাযথ এমএইচএম আচরণ সম্প্রসারণ করা যায়। এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সমস্যাগুলোর উত্তরণে এটি খুবই প্রয়োজনীয়।

কৌশলগত দিক

যথাযথ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের সমস্যাগুলো হলো:

- সামাজিক বিধিনিষেধ, যেমন: নিষিদ্ধ, শ্রুতি, অজ্ঞতা এবং রহস্য ইত্যাদি;
- জ্ঞান এবং তথ্যের অভিগম্যতা;
- নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত মাসিক সামগ্রীতে অভিগম্যতা;
- প্রয়োজনীয় ওয়াশ সুবিধাগুলোতে অভিগম্যতা;
- ব্যবহৃত মাসিক সামগ্রীর নিরাপদ ডিস্পোজাল প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা।

সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিটি সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং নিরসনের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুসমন্বিত এবং সহযোগিতাধর্মী প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৭.১ কার্যপরিধি, নির্দেশিকা, ম্যানুয়াল, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর এবং কৌশলপত্র প্রণয়ন

কার্যপরিধি

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ও থিমেটিক গ্রুপের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে কমিটিগুলোর কার্যপরিধি নির্ধারণ করতে হবে। এমএইচএম সমন্বয় কমিটির যদি কোন বিদ্যমান কার্যপরিধি থাকে তবে নতুন কিছু উদ্ভাবনের চিন্তা না করে কমিটির সম্প্রসারিত ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে কার্যপরিধি হালনাগাদ করতে হবে।

ওয়াশ অবকাঠামো সংক্রান্ত নির্দেশিকা

যথাযথ স্পেসিফিকেশনসহ প্রতিটি ক্যাটাগরির শৌচাগার নির্মাণের জন্য ওয়াশ অবকাঠামোর জাতীয় গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শৌচাগারের ডিজাইন এবং ডিস্পোজাল এর বিষয়ে স্পেসিফিক থিমেটিক গ্রুপ হাউজ বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সাথে পরামর্শ করবে। এমএইচএমবান্ধব শৌচাগারে এ জাতীয় অপশনগুলোর সন্নিবেশ করতে হবে এবং চূড়ান্ত অপসারণ পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ অপসারণযোগ্য এমএইচএম সামগ্রী সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পুড়িয়ে ছাইসমূহ মাটি চাপা দিতে হবে। এটি পৃথক তিন পর্যায়ের পূর্ণ অপসারণ পদ্ধতির বিকল্প উপায় হবে। এ গাইডলাইন পূর্তকাজ বান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজাইন ব্যবহারে অভিগম্যতা সৃষ্টি করবে। কিশোরী এবং মহিলাদের জন্য লিঙ্গভিত্তিক ওয়াশ সুবিধা থাকতে হবে। শৌচাগার ব্যবহারকারীর অনুপাত ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এর কাছাকাছি হতে হবে। মানসম্মত শৌচাগারে পানি সরবরাহ এবং আলোর ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন হতে হবে।

শৌচাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

নির্দেশিকা অনুযায়ী সকল শৌচাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কেয়ারটেকারগণকে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ে ভালোভাবে ওরিয়েন্টেশন দিতে হবে, কেননা সন্ধ্যার পর বা রাতে গণশৌচাগারগুলো প্রায়শই জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স এর তথ্য পাওয়া যায়।

নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব ডিস্পোজাল নির্দেশিকা

ব্যবহৃত এমএইচএম উপকরণের নিরাপদ ডিস্পোজাল বিষয়ে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা থাকতে হবে এবং তা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

পেশাজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণ

এমএইচএম ম্যানুয়াল অনুযায়ী পেশাজীবী বিশেষত শিক্ষক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন

স্কুল পাঠ্যক্রমে এমএইচএম সেশন সংক্রান্ত সঠিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং বাস্তবসম্মত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে পাঠ্যবই-এ এমএইচএম বিষয়ে ধারণা প্রদান শুরু করতে হবে। পরবর্তীতে উচ্চতর শ্রেণিগুলোতে পর্যায়ক্রমে অধিক তথ্য প্রদান করা হবে।

অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি

অভিভাবক-শিক্ষক সমাবেশে অভিভাবকদের এমএইচএম সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হবে। ম্যানুয়ালকে কয়েকটি সেশন এ ভাগ করে এক শিক্ষা বছরের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। একইভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অভিভাবক যারা সমাবেশে অংশগ্রহণে কম আগ্রহ প্রকাশ করেন বা আসতে চান না তাদের জন্য উঠান-বৈঠক এর মাধ্যমে ম্যানুয়ালের তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ গ্রুপের জন্য সচিত্র উপকরণ কার্যকরী হতে পারে।

এসবিসিসি ক্যাম্পেইন কৌশল

প্রচার মাধ্যমের (প্রেস, ইলেকট্রনিক এবং অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম) সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সুষ্ঠুভাবে প্রণীত ক্যাম্পেইন শুরু করতে হবে। এমএইচএম এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়, যেমন: নারীর ক্ষমতায়ণ ও জেন্ডার ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি ক্যাম্পেইন এর মূল উদ্দেশ্য হবে। এ জাতীয় ক্যাম্পেইন এমএইচএম বিরোধী সামাজিক বিধিনিষেধ, শ্রুতি, নিষিদ্ধ প্রথা ইত্যাদি দূর করবে। অন্যান্য প্লাটফর্মের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও এ ক্যাম্পেইন এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৭.২ অ্যাডভোকেসি

সংশ্লিষ্ট টেকসই লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে এমএইচএম অ্যাডভোকেসি কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে হবে। অ্যাডভোকেসি কৌশলপত্রে জেন্ডার ইক্যুইটি এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়টি বিবেচিত হবে এবং প্রাসঙ্গিক অ্যাডভোকেসি ইস্যুগুলো নির্ধারিত হবে। স্থানীয় ইস্যুগুলো অ্যাডভোকেসি কৌশল অন্তর্ভুক্ত হবে। পলিসি রিভিউ, রিভিশন অথবা নতুন পলিসি প্রণয়নে এসকল বিষয় আলোচনায় আসবে। প্রাসঙ্গিক পলিসি গাইডলাইন অনুসরণ করে সকল অংশীজন কর্তৃক অ্যাডভোকেসি ত্বরান্বিত করতে হবে। নিম্নোক্ত পলিসিগুলো এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য:

- সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১১-২০২৫) বাংলাদেশ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সেক্টর
- পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন জাতীয় কৌশলপত্র, ২০২১
- বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি বেসলাইন সার্ভে, ২০১৪
- বাংলাদেশ জাতীয় হাইজিন ফলো-আপ সার্ভে, ২০১৮
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

৭.৩ নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন, শিখন এবং রিপোর্টিং

পর্যায়ক্রমিক শক্তিশালীকরণ বা সক্রিয়করণ এর নিমিত্ত গুনগতমান নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এমএইচএম বাস্তবায়ন পরিকল্পনার আওতায় চলমান কার্যক্রমগুলোর গুনগতমান নিশ্চিতের জন্য সমর্থনীয় নিরীক্ষণ টুল সমেত একটি কাঠামোগত নিরীক্ষণ পদ্ধতি থাকা আবশ্যক।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তথ্য সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত থিমেটিক গ্রুপের সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। কতিপয় সূচকের মাধ্যমে অগ্রগতি নির্ণয় করতে হবে। কার্যক্রমগুলো সঠিক পথে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি না তা বুঝার জন্য প্রাপ্ত উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে। গুনগত এবং পরিমাণগত কার্য সম্পাদন, বিচ্যুতি, অন্তর্নিহিত বাধা ও কারণগুলো এবং সমাধানের সুপারিশসমূহ বিশ্লেষণকালে আবশ্যিকভাবে পরীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যেকোন পর্যায়ে কার্যক্রম পরিকল্পনা অথবা কৌশলপত্র সংশোধন করতে হবে। অর্থব্যয়ের যথার্থতা, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণ এবং উত্তম চর্চাগুলো আঞ্চলিক অথবা বৈশ্বিক পর্যায়ে শেয়ার করার নিমিত্ত নিরীক্ষণ পরিকল্পনা যৌক্তিকভাবে প্রণয়ন করতে হবে।

টেবিল-২: সূচকসমূহ (বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের ভিত্তিতে সূচকগুলো হালনাগাদ করতে হবে)

কৌশল	সূচকসমূহ
তথ্য প্রবাহে অভিগম্যতা	❍ বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম সংশোধন ৫ম শ্রেণির বইতে প্রকৃত এবং বিজ্ঞানসম্মত সংশ্লিষ্ট তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ; ❍ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পাঠদান পরিচালনায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; ❍ অভিভাবকদের এমএইচএম বিষয়ে অব্যাহত রাখা এবং খোলামেলা আলোচনার সুযোগ প্রদানএবং আলোচনায় অভিভাবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; ❍ কিশোরী এবং মহিলারা সামাজিক বিধিনিষেধ ও শ্রুতি মেনে না চলা ও ক্ষতিকর অভ্যাস অনুসরণ না করা ❍ এমএইচএম বিষয়ে সঠিক এবং বিস্তারিত তথ্য কিশোরী এবং মহিলাদের জানানো; ❍ এমএইচএম এর প্রাথমিক ধারণা দিয়ে সাধারণ জনগণকে এমএইচএম বিষয়ে সংবেদনশীল করা; ❍ এমএইচএম ইস্যুতে খোলামেলা পরিবেশে কথা বলা, শেয়ার করা এবং আলোচনার সুযোগ থাকা; ❍ বিবিধ সকল প্রকারের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (চলাচলে অসুবিধা, শোনার সমস্যা এবং অন্ধ ব্যক্তি) বা তাদের সেবা প্রদানকারীদের যথাযথ উপায়ে এমএইচএম বিষয়ে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান।
এমএইচএম ব্যবহৃত সামগ্রীতে অভিগম্যতা	❍ প্রতিটি এলাকায় বিশেষত প্রত্যন্ত, দুর্গম এলাকা এবং নিম্নআয়ের কমিউনিটিতে ভালমানের, স্বাস্থ্যসম্মত এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী ন্যাপকিন এর সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ; ❍ উপরোক্ত গ্রুপের অধিকাংশ কিশোরী এবং মহিলা ন্যাপকিন কিনতে পারা; ❍ প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর বিস্তৃত এলাকায় পর্যাপ্ত সামগ্রীর সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ; ❍ প্রত্যন্ত এলাকার কিশোরী এবং মহিলাদের দোরগোড়ায় সামগ্রী প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান; ❍ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সম্মুখসারির মাঠকর্মী, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের মাসিককালীন ব্যবহৃত সামগ্রী বিতরণের কাজে নিয়োজিত করা; ❍ সক্ষম ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ এর সংখ্যা বৃদ্ধি; ❍ বাজারে কর মুক্ত এমএইচএম সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা করা; ❍ বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী পাইলটিং করা; ❍ মাসিককালীন সামগ্রীর ব্যবহারের অনুপাত বৃদ্ধি; ❍ ছেড়া কাপড় ব্যবহারকারীর অনুপাত কমানো; ❍ এমএইচএম বিষয়ক স্বাস্থ্য সমস্যা কমানো; ❍ কিশোরীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও পারফরম্যান্স বৃদ্ধি এবং অনুপস্থিতির হার কমানো; ❍ কিশোরী এবং মহিলাদের বিভিন্ন সুবিধায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা।

কৌশল	সূচকসমূহ
ওয়াশ অবকাঠামো এবং সুবিধাসমূহ	❍ প্রতিটি শৌচাগারে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক ব্লক এর ব্যবস্থা রাখা; ❍ ওয়াশ সুবিধাগুলো পরিচ্ছন্ন ও ভালো অবস্থায় রাখা বিশেষ করে মহিলাদের শৌচাগারগুলোতে পর্যাপ্ত এবং নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ, সাবান এর ব্যবস্থা রাখা; ❍ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত শৌচাগারে গোপনীয়তা নিশ্চিত করা ও সার্বক্ষনিক পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা; ❍ মহিলাদের শৌচাগারে ব্যবহৃত সামগ্রীর ডিস্পোজাল বিন রাখা এবং বিনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা; ❍ শৌচাগার ব্যবহারকারী অনুপাত কমানো এবং তা জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড এর কাছাকাছি নেয়া।
নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব ডিস্পোজাল	❍ ডিস্পোজাল বিনের বর্জ্যগুলো প্রতিদিন মাসিককালীন বর্জ্য পরিবহণের জন্য স্থাপিত ডিপোতে জমা রাখা; ❍ ব্যবহৃত এমএইচএম সামগ্রী সংগ্রহ করে প্রতিদিন মাসিককালীন বর্জ্য পরিবহণ ভ্যানের মাধ্যমে ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ডিস্পোজাল ফ্যাসিলিটিতে জমা রাখা; ❍ ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ডিস্পোজাল ফ্যাসিলিটি হতে সংগৃহীত বর্জ্য পরিবহণের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের দহন-চুল্লীতে চূড়ান্ত অপসারণের জন্য প্রেরণ; ❍ পরিবেশ সংরক্ষণ নির্দেশিকা অনুযায়ী সংগৃহিত বর্জ্যের ডিস্পোজাল দহন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা; ❍ ব্যবহৃত সামগ্রী খোলা জায়গায় না ফেলা, টয়লেট এর কমোডে/প্যানে না ফেলা এবং রান্নাঘরের বর্জ্যের সাথে না মেশানো।

এমএইচএম সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিভিন্ন থিমেটিক গ্রুপ/কমিটি গঠন করবে। মনিটরিং, মূল্যায়ন ও শিখন এর দায়িত্ব একটি কমিটি পালন করবে। কমিটির সদস্য হিসেবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, এনজিও, ইউএন এজেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ কমিটি কতিপয় নিরীক্ষণ সূচক সংবলিত নিরীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন করবে এবং বিদ্যমান এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে নিরীক্ষণ পদ্ধতি চূড়ান্ত করবে। নিরীক্ষণ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রতিবেদন তৈরি করার নিমিত্ত মনিটরিং কমিটি একটি পৃথক সংস্থাকে সম্পৃক্ত করবে। মনিটরিং কমিটি তাদের সংগৃহীত মনিটরিং ডাটা এমএইচএম সমন্বয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

জবাবদিহিতা এবং মান নিশ্চিতের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সুবিধাগুলো প্রদানকারীদের উপর বর্তাবে।

উদ্দেশ্য-৫: মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সেক্টর এবং সকল অংশীজনদের সাথে সমন্বয় পদ্ধতি প্রণয়ন

কৌশল-৮: সমন্বয় ও সহযোগিতা উন্নয়ন

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা হলো সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ও সহযোগিতা সৃষ্টি। জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়নের বিষয়টি বহুঅংশীজনের একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার ফল।

কৌশলগত দিক

৮.১ মূলনীতি

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এর যথোপযুক্ত আচরণগত অনুশীলন এর মতো একটি বহুমাত্রিক বিষয় যা সম্পাদনের লক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সমন্বয় পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। এটি সমাজের গভীরে প্রোথিত বিধিনিষেধ এবং শ্রুতি দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বিষয়। এমএইচএম সম্প্রসারণে কর্মসূচিভিত্তিক প্রক্রিয়ায় সরকারের মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সেক্টর এবং বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া অন্যান্য অংশীজন, যেমন: এনজিও, বেসরকারি খাত এবং মিডিয়ার সমর্থন এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। জাতীয় এমএইচএম কৌশলপত্রকে ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করতে হলে একটি সুসংজ্ঞায়িত সমন্বয় পদ্ধতি বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। পরিকল্পিত কর্মসূচির কার্যকর এবং সুদক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অংশীদারদের সাথে সমন্বয় আবশ্যক।

একটি জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় হতে পারে। কমিটি প্রয়োজনবোধে যেকোন সেক্টর এর প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে পারবে। বিভিন্ন অংশীজন দ্বারা গৃহীত দেশব্যাপী কর্মসূচি তদারকি করার নিমিত্ত কমিটির কার্যপরিধি ও গঠন প্রয়োজনে সংশোধন করতে হবে।

৮.২ ভূমিকা ও দায়িত্ব

জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে:

- মন্ত্রণালয়/সেক্টর/বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন দ্বারা আর্থিক ব্যয় সংবলিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয়, নির্দেশনা প্রদান এবং সমর্থন দেয়া;
- জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র কার্যকরিকরণে সকল প্রকারের গাইডলাইন প্রণয়নে নেতৃত্ব দেয়া;
- পরিকল্পিত কর্মসূচির অগ্রগতি নির্ধারণে নিয়মিত তদারকি সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং অগ্রগতি বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদান, অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং যথাযথ মান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জরিপ/পরীক্ষণ/গবেষণা পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট পলিসি ডকুমেন্ট কৌশলপত্রসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী হালনাগাদকরণ এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সুসামঞ্জস্যপূর্ণকরণ;
- উত্তম চর্চাগুলো ডকুমেন্টেশনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন/তথ্য হালনাগাদ করে অনলাইন এমএইচএম তথ্য ও জ্ঞান ভান্ডারে সহজলভ্য করতে সহায়তা করা; বৈশ্বিক পাঠক উপযোগী করে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উত্তম চর্চা ও সফলতার গল্প ওয়েব পেইজে আপলোড করা;
- জাতীয় ও আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের এমএইচএম উদ্যোগ উপস্থাপন করা;
- গবেষণা, পাবলিকেশন্স ইত্যাদির ভিত্তিতে গৃহিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সম্পদ আহরণের নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নেগোসিয়েশন এবং সহায়তা কামনায় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাইভেট সেক্টর এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে সরকার এর মন্ত্রণালয় বা সেক্টর বা বিভাগ এর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা।

৮.৩ এমএইচএম কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন

জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি সারাদেশের এমএইচএম কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করবে। কমিটি নিয়মিত সভা করে কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সার্বিক কার্যাবলি তদারক করবে। এছাড়া গৃহিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৮.৪ সহায়তা পদ্ধতি

জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির বহুমাত্রিক ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে কমিটিকে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন থিমেটিক গ্রুপ গঠন করতে হবে। থিমেটিক গ্রুপ/কমিটিগুলো মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থেকে হালনাগাদ রিপোর্ট প্রদান করবে। থিমেটিক ইস্যুর উপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে থিমেটিক গ্রুপ গঠিত হবে।

৮.৫ বিকেন্দ্রীকরণ

বিবেচ্য বিষয়টি এগিয়ে নেয়ার জন্য জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে সহায়তা করবে। আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন এবং নির্ধারিত অনলাইন মিটিং এর মাধ্যমে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে এমএইচএম কমিটি জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির নিকট রিপোর্ট করবে। জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ফিডব্যাক অনুযায়ী তারা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৮.৬ জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন

সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সেক্টর

১) স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

২) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৪) স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৫) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৬) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৭) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৯) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

১০) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

১১) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১২) শিল্প মন্ত্রণালয়

১৩) অর্থ বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড), অর্থ মন্ত্রণালয়

১৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১৫) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

১৬) ভূমি মন্ত্রণালয়

১৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৮) আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

১৯) পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

২০) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (হাউজ বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)

বেসরকারি অংশীজন

১) **ইউএন এজেন্সি:** ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, ইউএনডিপি, ইউনেস্কো, ইউএনউইমেন ইত্যাদি;

২) **উন্নয়ন সহযোগীগণ:** নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, ডিএফআইডি, ইউএসএআইডি, এসডিসি, অসএইড, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, সিমাভি, ডানিডা ইত্যাদি;

৩) **আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা:** ওয়াটার এইড বাংলাদেশ, প্র্যাক্টিকাল এ্যাকশন, ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন ফর আরবান পুওর, ব্র্যাক, প্লান ইন্টারন্যাশনাল কেয়ার-বাংলাদেশ, আইডিই, এইচকে আই, জিআইজেড, ম্যাক্স ফাউন্ডেশন, এসএনভি, আইসিডিডিআর,বি ইত্যাদি;

৪) **জাতীয় এনজিওসমূহ:** ডরপ, ডিএসকে, বিএনপিএস, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ, বিস্ক্যান ইত্যাদি;

৫) **প্রাইভেট সেক্টর:** এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, উইমেন চেম্বার অব কমার্স ইত্যাদি;

৬) **প্লাটফর্মস:** স্বর্ণ কিশোরী ফাউন্ডেশন, শেয়ারনেট, এমএইচএম প্লাটফর্ম ইত্যাদি;

৭) **মিডিয়া:** প্রেস, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ইত্যাদি।

স্থানীয় সরকার বিভাগ উল্লিখিত সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন করবে এবং এ কৌশলপত্রের আলোকে কমিটির সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি নির্ধারণ করবে।

৫. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়

জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র কার্যকরি করার জন্য কতিপয় পরিপূরক গাইডলাইন/ম্যানুয়াল/ উপকরণ/এসওপি প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া এমএইচএম বিষয়ে সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপকে বিজ্ঞানসম্মত এবং বিস্তারিত তথ্য প্রদানের জন্য কতিপয় পাঠ্যক্রম রিভিউ, রিভিশন এবং হালনাগাদকরণের মাধ্যমে উপযোগী করতে হবে। প্রতিটি ডকুমেন্টে লিঙ্গভিত্তিক ন্যায্যতা এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়গুলো মূলধারায় সন্নিবেশ করতে হবে। প্রতিটি ডকুমেন্ট বাংলায় প্রণীত হবে এবং ইংরেজি ভার্সনও প্রণয়ন করা যেতে পারে।

মুখ্য কার্যক্রমগুলোর ফলাফল কেন্দ্রীয়/জাতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি হিসেবে এমএইচএম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক তদারকি এবং অনুমোদিত হবে।

টেবিল-৩ : মুখ্য কার্যক্রম এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ

প্রধান কার্যক্রম	নেতৃত্বপ্রদানকারী মন্ত্রণালয় এবং অংশীদারগণ
○ স্কুল পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস পরিমার্জন ○ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদি শিক্ষা কারিকুলাম পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিবেচনা করা ○ অভিভাবকদের জন্য গাইডলাইন বা মডিউল ○ পেশাজীবীদের জন্য নির্দেশিকা ○ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্য নির্দেশিকা ○ শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কারিকুলাম পরিমার্জন	নেতৃত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অংশীদারগণ: ○ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ○ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ○ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ○ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ○ স্থানীয় সরকার বিভাগ
○ এসবিসিসি কৌশলপত্র এবং বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপট ও অবস্থা বিবেচনায় বিষয়ভিত্তিক বিসিসি ম্যাটেরিয়াল প্রণয়ন ○ অ্যাডভোকেসি কৌশলপত্র, পেশাজীবীদের জন্য গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন	নেতৃত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অংশীদারগণ: ○ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ○ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ○ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ○ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ○ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ○ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ○ স্থানীয় সরকার বিভাগ
○ মাসিককালীন ব্যবহার্য সামগ্রী প্রস্তুত ও বিপণন কৌশল এবং নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রীগুলোর স্থায়িত্বকাল নির্ধারণ	নেতৃত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয় অংশীদারগণ: ○ অর্থ মন্ত্রণালয় (অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ) ○ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ○ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ○ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ○ স্থানীয় সরকার বিভাগ
○ স্কুল/মাদ্রাসা, গণশৌচাগার এবং কমিউনিটি শৌচাগারের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ওয়াশ অবকাঠামোর ডিজাইন করা ○ শৌচাগার ব্যবহারের জন্য এসওপি, পরিচ্ছন্নতা, ওএন্ডএম এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার তালিকা ○ ওয়াশ স্থাপনাসমূহে কিশোরী ও মহিলাদের গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রটোকল সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।	নেতৃত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ অংশীদারগণ: ○ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ○ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ○ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ○ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
○ নিরাপদ মানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব ডিস্পোজাল ম্যানুয়াল প্রস্তুত ○ দহন-চুল্লী অপারেশন ম্যানুয়াল প্রস্তুত	নেতৃত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ অংশীদারগণ: ○ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ○ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ○ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (বিদ্যুৎ বিভাগ)
○ মনিটরিং, সার্ভে, রিসার্চ, মূল্যায়ন, পরিকল্পনা, ডিজাইন বাস্তবায়ন, রিপোর্টিং এবং সমন্বয় ○ অনলাইন তথ্য এবং জ্ঞান ভান্ডার সৃজন ও হালনাগাদকরণ	নেতৃত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ অংশীদারগণ: ○ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ○ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ○ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ○ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) ○ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
○ আর্থিক প্রাক্কলনসহ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	○ এমএইচএম কৌশলপত্রের সাথে সংগতি রেখে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এমএইচএম কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ এবং গৃহিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

৬. সরকারি দপ্তর বা সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীজনদের ভূমিকা

একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের এক যোগে কাজ করতে হবে।

চলমান মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের কোন গ্যাপ থাকলে তা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা যাতে কিশোরী এবং মহিলাদের নিরাপদ মাসিক ব্যবস্থাপনায় অভিগম্যতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া কিশোরী এবং মহিলারা যাতে স্বাস্থ্য, কল্যাণ, শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধাগুলোতে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তারা স্বাচ্ছন্দ্যে মর্যাদাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

সক্রিয় ও কার্যকরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে সহায়তা করা এবং মন্ত্রণালয় বা বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যয় সমেত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র জোরদার করতে হবে। সম্পদ আহরণে ও বন্টনে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে সহায়তার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়গুলো সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও জাতীয় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়গুলোর সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

উন্নয়ন অংশীদারগণ

বাস্তবায়ন পরিকল্পনা কার্যকরীকরণে আর্থিক এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদান করা।

আন্তর্জাতিক এনজিও

অন্তর্ভুক্তিমূলক ওয়াশ, নারীর ক্ষমতায়ণ এবং লিঙ্গসমতা নিশ্চিতে জাতীয় এনজিওগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ ও শক্তিশালীকরণ; এনজিও কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পদ একত্রিকরণে সহায়তা করা, প্রস্তাবিত নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রণয়ন এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র বাস্তবায়নে পলিসি পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করা। সমন্বয় কমিটির নির্দেশনা ও পরামর্শ এবং উন্নয়ন অংশীদারগণের সহায়তায় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাবান্ধব পরিবেশ সৃজনের অগ্রগতি নির্ধারণে গবেষণা পরিচালনা করা।

জাতীয় এনজিও

- কার্যক্রমগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন বিশেষত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর টেকসই উপায়ে ডিস্পোজাল, পরিবার ও কমিউনিটি পর্যায়ে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্মুখসারীর কর্মীদের কাজে লাগানো এ কাজে মিডিয়া ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সহায়তায় সামাজিক সুরক্ষা বলয় সৃষ্টি করা;
- কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রাইভেট সেক্টর এবং বৃহৎ উৎপাদনকারী উভয়ের সহযোগিতায় স্বল্পমূল্যের মানসম্পন্ন মাসিককালীন সামগ্রী নিম্নআয়ের পরিবার ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য উৎপাদন ও বিপণনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ সৃষ্টিতে স্বপ্রনোদিত ভূমিকা রাখা এবং উক্ত সামগ্রীর সহজলভ্যতা প্রান্তিক পর্যায়ে নিশ্চিত করা।
- কমিউনিটি পর্যায়ের বিতরণকারীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পণ্যের ব্যাপক সহজলভ্যতা সৃজন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা।

প্রাইভেট সেক্টর

নতুন প্রজন্মের কিশোরী মেয়েদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় রেখে সাশ্রয়ীমূল্যে ভালমানের এমএইচএম সামগ্রী উৎপাদন করা। পণ্যের ব্যাপক সহজলভ্যতা নিশ্চিতে বিপণন কৌশল পুনর্নির্ধারণ করা। প্রতিটি স্তরে ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসএমই গুলোকে সম্ভাব্য সকল প্রকারের সহযোগিতা করা। স্কুল ও গণশৌচাগারে লিঙ্গভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্লক নির্মাণে সহযোগিতা করা। মাসিক কালীন মানসম্পন্ন সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে নেগোসিয়েশন করে অংশীদারত্ব সৃজন করা।

প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া

- এসবিসিসি ক্যাম্পেইন অনুসরণে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বার্তা প্রচার এবং সামগ্রী বিতরণ বা প্রসারে বিদ্যমান সকল প্রকারের প্লাটফর্ম ব্যবহার করা;
- এসবিসিসি ক্যাম্পেইন কৌশলপত্রের উন্নয়নে সহযোগিতা করা;
- মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা ইস্যু, নারীর ক্ষমতায়ণ এবং লিঙ্গসমতা বিষয়ে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে প্রচার;
- স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উত্তম চর্চা ও স্টাডি রিপোর্ট প্রণয়ন। প্রকাশনা ও প্রচার প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বা জাতীয় এনজিওকে সহযোগিতা করা।

সংযোজনী-১: কৌশলপত্র প্রণয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি

ক্রমিক	নাম, পদবি ও দপ্তর/সংস্থা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	কমিটিতে পদবি
১.	মুহম্মদ ইবরাহিম, অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ	চেয়ারপার্সন
২.	মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মোঃ ইকবাল হোসেন, যুগ্মসচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	আবেদা আকতার, যুগ্মসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মোঃ নায়েব আলী, যুগ্মসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মোঃ মাহমুদুর রহমান, উপসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	মোঃ নিয়াজ রহমান, উপসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	ডা. বিলকিস বেগম, উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	নাসরিন মুক্তি, উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	ডা. ফারিয়া হাসিন, সহযোগী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১১.	শর্মিষ্ঠা দেবনাথ, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১২.	এ কে এম রফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
১৩.	হ্যাপিনা ত্রিপুরা, সহকারী প্রধান, স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৪.	ডা. মোঃ আলী জুলকাওসার, সহকারী পরিচালক (এমসিএইচ), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫.	ডা. জহিরুল ইসলাম, হেলথ অ্যাডভাইজার, ডেভলপমেন্ট কো-অপারেশন সেকশন, সুইডেন দূতাবাস	সদস্য
১৬.	অলোক মজুমদার, কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর, সিমাভী নেদারল্যান্ডস্	সদস্য
১৭.	শফিকুল আলম, ওয়াশ স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ	সদস্য
১৮.	হাসিন জাহান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ	সদস্য
১৯.	ডা. ফারহানা সুলতানা, এসিসট্যান্ট সাইন্টিটস্, আইসিডিডিআর,বি	সদস্য
২০.	মোঃ যোবায়ের হাসান, পরিচালক, গবেষণা, পরিকল্পনা ও মনিটরিং, ডরপ	সদস্য
২১.	উত্তম কুমার সাহা, স্ট্রাটেজিক লিড, প্রাক্টিক্যাল এ্যাকশন ইন বাংলাদেশ	সদস্য
২২.	আকলিমা খাতুন, হাইজিন স্পেশালিস্ট, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ফর আরবান পুওর	সদস্য
২৩.	মাহবুবা কুমকুম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিমাভী	সদস্য
২৪.	চেয়ারপার্সন, স্বর্ণ কিশোরী ফাউন্ডেশন	সদস্য
২৫.	মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, হেড, বেসরকারি প্রস্তুতকারক সমিতি (স্যানিটারি প্যাড)	সদস্য
২৬.	এস. এম. মনিরুজ্জামান, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা	সদস্য
২৭.	মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী, যুগ্মসচিব, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য সচিব

কৌশলপত্র প্রণয়নে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি

ক্রমিক	নাম, পদবি ও দপ্তর/সংস্থা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	কমিটিতে পদবি
১.	মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী, যুগ্মসচিব, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	চেয়ারপার্সন
২.	ডা. ফারিয়া হাসিন, সহযোগী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	শর্মিষ্ঠা দেবনাথ, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	ডা. এ. এস. এম. নুরুল্লাহ আওয়াল, হেলথ্ অ্যাডভাইজার, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ	সদস্য
৫.	অলোক মজুমদার, কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর, সিমাভী নেদারল্যান্ডস্	সদস্য
৬.	আকলিমা খাতুন, হাইজিন স্পেশালিস্ট, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ফর আরবান পুওর	সদস্য
৭.	ডা. সেলিনা ফেরদৌস, সিনিয়র জেন্ডার এন্ড সোশাল ইনক্লুশন, প্রাক্টিক্যাল এ্যাকশন ইন বাংলাদেশ	সদস্য
৮.	ডা. মেহজাবিন তিশান মাহফুজ, রিসার্চ ট্রেইনি, আইসিডিডিআর,বি	সদস্য
৯.	মেহজাবিন আহমেদ, ওয়াশ স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ	সদস্য সচিব